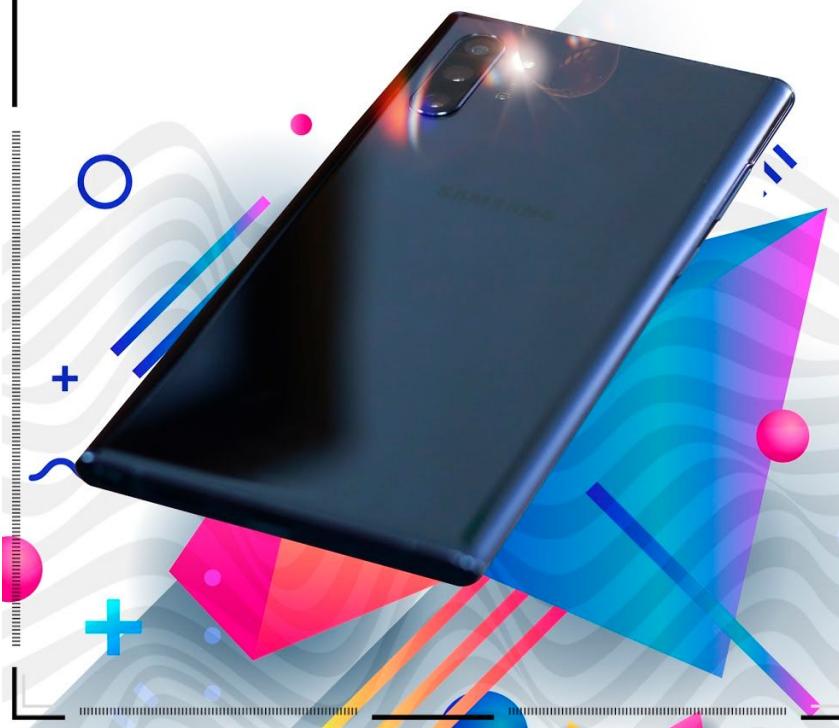


মোবাইল ফটোগ্রাফি

জাদুত জাদু

স্মার্টফোনে দিয়ে ফটোগ্রাফি করার প্রিক্স!





আরো রিমোর্স পেতে যুক্ত হোন এখন

অফিশিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেল
<https://t.me/BDUnderworld>

ই-বুক টেলিগ্রাম চ্যানেল
<https://t.me/BanEbook>

ଡେଜର୍

ଆନ୍ତୁ, ଆତ୍ମ ପ୍ରତଂ ଭାଇୟାଙ୍କେ

झंविधिवद्ध जठरीकरण!

फटोग्राफि प्रकाटि जावजाङ्किउ शिल्प। प्रर कोता वाँधाधरा तियस लहै। प्रई वहैयेर ठेकतिकश्लो वेसिक शेखाव जता माझ। सरगुलो ठेकतिकहै क्षेत्रिश्येस परिवर्ततयाग्य। ताहै, वहै थेके वेसिक शिखाल आपति फटोग्राफि क्लिचि रस्त करावेहत। किन्तु, फटोग्राफि क्लिच रस्त दराव पर फटोग्राफि शिल्प रस्त दराव व्यापारटो आपताव उपर तिर्त दरावे।



वर्षेचि कीजावे प्रडवत?

मोबाइल फटोग्राफी वर्षेचि मूलत तितचि विषय तियाः



मोबाइल फटोग्राफी शारक्ष

आजाके प्रयोग करतले प्रधतहै भालो फलाफल प्रावेत प्रमत किछु कोशल आছे। वरेयर प्रकदम शुरुतहै प्रथलो देया आछे।



मोबाइल फटोग्राफी प्रो मोड (Pro Mode)

डिप्रेसप्लार-प्रर काज तधतहै शुरु हय यधत आमरा मोबाइलर प्रो मोड व्हरहार कडा शिधि। प्रहै अंषट्ठी प्रकटू टेकतिकाल। आइप्रेसও, अ्याप्राचार, जाटीर स्प्रिडर मत वेसिक कलेप्टी आमरा प्रधात थेके शिधावो।



मोबाइल फटोग्राफी प्र्याक्टिकाल प्रवं फिलोसफी प्रकदम वास्तवज्ञत किछु दिकतिर्देशता थाकावे येटा आपताके आवण भालो छवि तुलते प्रवं सोटाके आपतार क्यारियावे व्हरहार करते जाहाय करावे। प्राशाप्राशि थाकावे किछु फटोग्राफी फिलोसफी, कारण दितप्येसे फटोग्राफी किन्तु प्रकटा आठें!

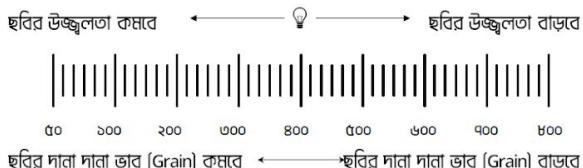
ଆମାଦର ଚୋଥେର କ୍ୟାମ୍ରା



ଆମତାର ଫୋତର କ୍ୟାମ୍ରା ଅତେକଟୋ ଆମତାର ଚୋଥେର ମତ । ହାତର ବେଳା ଅତେକଙ୍କଣ ଅନ୍ଧକାରେ ଥାକାଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପତି ଅନ୍ଧକାରେ ପ୍ରକଟୁ ଆଧୁନ୍ତି ଦେଖା ଶୁଣ କରେତ (ଅତେକଟୋ ଆଇଏସ୍‌୩) । ହଠାତ୍ କରେ ଉେଜ୍‌ବୁଲ କିଛୁ ଦେଖାଲ ଚୋଥେର ପିଉପିଲ ଛୋଟ ହୟ ଯାଯ ପ୍ରବଂ ଚାଥ ବୁଁଚକେ ଫେଲି (ଅତେକଟୋ ଯୋଗାରଚାର ପ୍ରବଂ ଶାଟୋରେର ମତ) । ଦୂରେ କାହେ ଯ୍ୟାତକାର ଇଚ୍ଛା ସେଧାତକାର ଜିତିଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାତ ପାଇ (ଅତେକ ଫୋଟାଜ କରାର ମତ) ।

ଖାଲି ପ୍ରକଟୀରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ । ଆମରା ଚୋଥ ହ୍ୟାତୋବା ପୂର୍ବିମାର ଚାଁଦ ଦେଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଫୋତ ଦେଖାଇ ପ୍ରକଟୋ ସାଦା ମାର୍କାରେର ଦାଗ ! ପ୍ରଇ ହାତେ ଖେଲା । କିଭାବେ କ୍ୟାମ୍ରାକେ ଜେଠୋ ଦେଖାବୋ, ଯେଟୋ ଆମି ଦେଖାଇ କିଂବା ଦେଖାତ ଚାହି — ପ୍ରଟି ତିଯାଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ବେସିର । ପ୍ରଟି ଶେଖା ହୟ ଗେଲ ପରିବତୀ ଧାର ଶିଲ୍ପର । ପ୍ରବଂ ଶିଲ୍ପର ମାଥ ଜେହି ପଥଚଲା ଜବାର ପ୍ରକାଳ ତିଜର ।

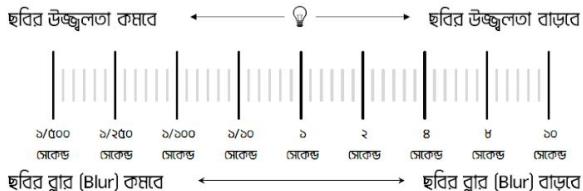
ପ୍ରକାଶିତ ମୋବାଇଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସେଜିକନ୍ସ



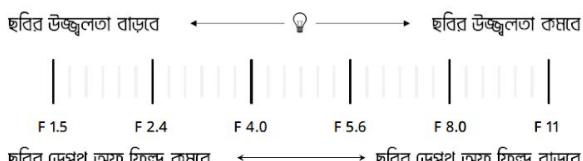
ଆଇଏସେ୩



ଶାଟୋର ସ୍ପିଡ୍



ଅୟାପାରଚାର



ଫିଚାର	ବାଡାଲ	ଉଦ୍ଦାହରଣ
ଆଇଏସେ୩	ଛବି ଉୱେଳୁଳ ହ୍ୟ	ISO 200 ଥିକେ ISO 500 କରା
ଶାଟୋର ସ୍ପିଡ୍	ଛବି ଅନ୍ତକାର ହ୍ୟ	Shutter Speed 1/60 ଥିକେ ବାଡିଯେ 1/200 କରା
ଅୟାପାରଚାର	ଛବି ଅନ୍ତକାର ହ୍ୟ	F 1.5 ଥିକେ ବାଡିଯେ F 2.4 କରା

ମତ ରାଖାର ସ୍ମୁବିଧାର ଜତ୍ୟ ଉୱେଳରେ ଟେଲିଲାଟୀ କାଜେ ଦିବେ।

ବାକି ଡିଟୋଇଲସ ଆମରା ଚାପ୍ଟୀର ବାଇ ଚାପ୍ଟୀର ଜୋତ ଯାବୋ।

মোবাইল দিয়ে কি আর DSLR এর কাজ হয়?



২০২০

4k রেসোলিউশনে 60FPS ভিডিও করতে
পারে ঘণ্টা দুই-এক ঘতক্ষণ না 512GB
মেমোরি ভর্তি না হয়, তাও আবার
স্ট্যাবিলাইজেশনসহ। সাথে সাথে এডিট,
কালার-গ্রেডিং করা যায়।

২০১০

এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে একসাথে
কয়েকটা ছবি তুলতে পারে। 1080P তে
৩০মিনিট ভিডিও রেকর্ড করতে পারে
যতক্ষণ না 32GB কিংবা 64GB
মেমোরি কার্ড ভর্তি না হয়।



১৯৫০

একটা ছবি তুলতে ঘন্টাখানেকের
আয়োজন লাগতো। আর একটা ছবি
তুলতে মিনিট খানেক। ১০ কেজি
ওজনের ক্যামেরা দিয়ে যাই বা আসতো,
তাও আসতো সাদা-কালো হিসেবে।

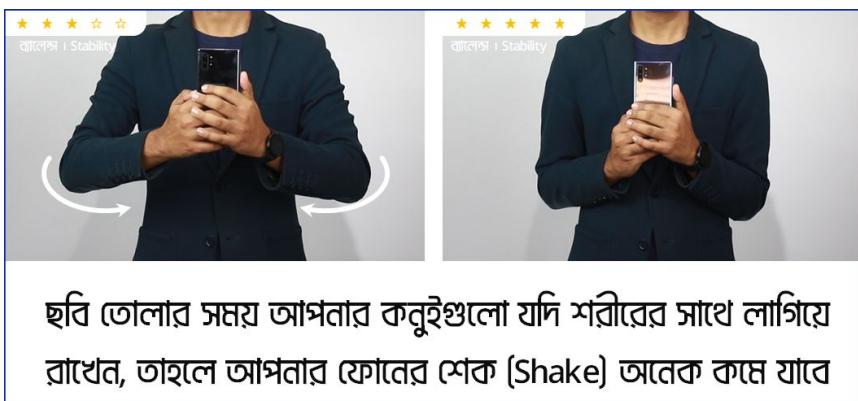
মোবাইল ফটোগ্রাফি হ্যাকস কেন?

মোটামোটি আপনার বাকি সারাটা জীবনে আপনার সাথে আপনার স্মার্টফোনটি থাকবে। আর সেই ফোনে থাকবে ক্যামেরা। একবার থালি বেসিক মোবাইল ফটোগ্রাফি শিখে গেলে বাকি সারাটা জীবন এই স্কিল আপনাকে বেনিফিট দিবে। আর এই একই বেসিক ডিএসএলআরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই, যখন হাতে ডিএসএলআর আসবে, তখন মোবাইল ফটোগ্রাফির বেসিকগুলো জানা থাকলেই আপনার হয়ে যাবে। তাই দেরি করবো না একদম। কোন থিওরি কিংবা ফিলোসফি নিয়ে প্রথমে কথবার্তা হবে না। একদম মোবাইল ফটোগ্রাফি হ্যাকস, টিপস অ্যান্ড ট্রিকস দিয়ে শুরু করবো আমরা। এগুলো যে কোনো ক্যামেরা দিয়ে করা যাবে। এই টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করা শেষ হলে তারপর আমরা প্রো মোড থেকে খুঁটিনাটিতে যাবো। তো চলেন, শুরু করা যাক!

ছবি তোলার সময় হাত কাঁপলে কী করবো?

খুই সিম্পল একটা ট্রিক। ছবি তোলা কিংবা ভিডিও করার সময় হাত কাঁপলে, দুই কনুই শরীরের সাথে লাগিয়ে শরীরের যত কাছ থেকে সম্ভব, ছবি তুলবেন কিংবা ভিডিও করবেন।

সবচেয়ে বেশি ব্যালেন্সড ছবি তোলার জন্য ট্রাইপড তো আছেই। কিন্তু তবুও অনেক সময়, ছবির তোলার জন্য ক্লিক করতে গিয়ে ক্লিক করার সময় ফোনটি নড়ে যায়। সেক্ষেত্রে, ২/৫/১০ সেকেন্ডের টাইমার সেট করে ছবি তুললে, ছবি স্বচ্ছ আসে; ব্লার হয় না তখন।



ଛବି ତୋଳାର ସମୟ ଶାତ କାଁପାକାଁପି କରାଲେ କି କରା ଯାଏ?

ପ୍ରକାଶର ଶାତ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ
ଧରାଲେ ଫୋଟିର ବ୍ୟାଲେନ୍
ସବଧାରେ ରମ ଥାଏ ।



ବ୍ୟାଲେନ୍ | Stability



ଦୁଇ ଶାତ ଧରାଲେ ବ୍ୟାଲେନ୍
ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଥାଏ
ଦୂର ଥାକାଯ ଆତମକ୍ଷଣ
ଧରେ ରାଖାଲେ ଦ୍ଵାଙ୍ଗ ଲାଗେ
ପ୍ରତଃ ଶାତ କାଁପେ ।



ବ୍ୟାଲେନ୍ | Stability



ଦୁଇ କାନ୍ଦୁରେ ଶରୀରର ଜାଥ
ଲାଗିଯେ ରାଖେ ଛବି ତୁଳାଲ
ଶାତର କାଁପାକାଁପି ଆତମା ରମ
ହ୍ୟ ପ୍ରତଃ ଛବି ଭାଲୋ ଆଜେ ।



ବ୍ୟାଲେନ୍ | Stability



ଆମରା ଯାଏ ଯାଏ ବଲି, ପ୍ରକାଶର କାଁପାକାଁପି
ତା ଚାହିଲ ଟ୍ରୈଇପ୍ରାଇଟ ଜେରା ଫଳାଫଳ ଦିବେ ।
ବିଶେଷ କାରେ ଲଂ ପ୍ରକାପୋଜାର ଛବିର ଜାତ
ଟ୍ରୈଇପ୍ରାଇଟ ବିକାଳ ଆମାଲ ଖୁବ ପ୍ରକଟୋ ବେଶି
ତାହିଁ ।



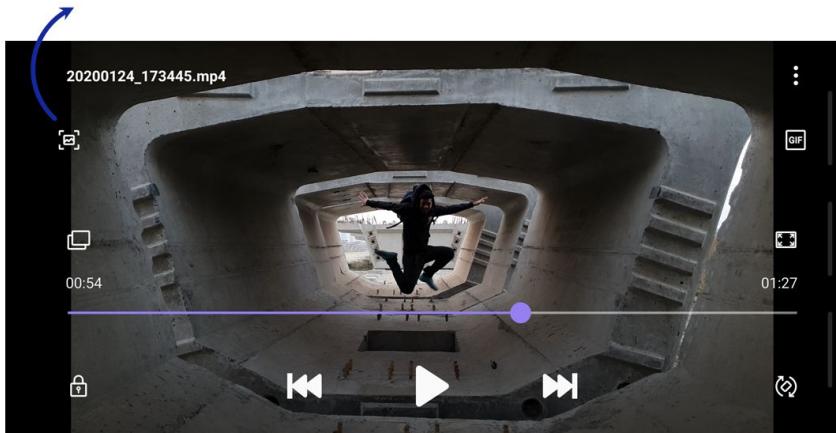
ବ୍ୟାଲେନ୍ | Stability



আরেকটা ড্রিক আমরা স্লাইপারদের (Sniper) থেকে শিখবো। স্লাইপারদের অনেক দূর থেকে একদম নিখুঁত শট নিতে হয়। এজন্য বন্দুক একদম স্টেবল (Stable) রাখতে তারা মাটিতে শুয়ে যায় (ছবি তোলার জন্য শুয়ে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই!)। তারপর শট নেয়ার সময় শান্ত হয়ে নেয় যেন হাঁটবিট স্লো হয়ে যায়। একদম শট নেয়ার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে তারপর ফায়ার করে। আমাদের এতো কিছু না করা হলেও, একদম শার্প ছবি তুলে হলে ক্লিক করার আগে নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিতে পারেন কারণ নিঃশ্বাসের সাথে আপনার বুক ফুলে গিয়ে হাত নড়ে যেতে পারে।



কারও সাহায্য ছাড়া দূরে গিয়ে তিজের ছবি তুলতে হল, সবাথেকে বেশি রেজালুশনে ভিডিও রেকর্ড করত (সেরা হয় যদি 4k 60FPS করাতে পারেন)। তারপর যেই মুহূর্তে ছবি সবচেয়ে ভালো আছে, ওই মুহূর্তে ভিডিও থামিয়ে ছবিটা আলাদা করে ফেলুন। আপনার মোবাইলে এই সুযোগ তা থাকলে কোনো অসুবিধা নাই। জায়গামত ভিডিও থামিয়ে স্ক্রিনশট (Screenshot) নিয়ে ফেলুন!



এই ড্রিকটার আরেকটা মজার খেলা বলি। বজ্রপাতের সময় ভিডিও অন করে রাখবেন। ভিডিও করার পর যেই ফ্রেমগুলোতে বজ্রপাতের ছবি আছে, সেগুলো

আলাদা করে ফেলবেন। আপনার বন্ধুরা অবাক হয়ে যাবে এটা ভেবে যে আপনি
কিভাবে ঠিক একদম বজ্রপাতের সময় প্রতিটা ক্লিক করেছেন!



নিচের বামপাশের ছবিতে মনে হচ্ছে আমি বিশাল লম্বা হয়ে একটা বিল্ডিং-এর ছবি
তুলছি। কিন্তু, এটা পুরোটাই ক্যামেরা অ্যান্ড্রয়েডের কারসাজি।

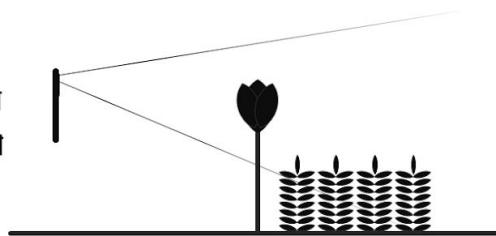


এবার চলেন তাহলে দেখে নেই কিছু কমন ক্যামেরা অ্যান্ড্রয়েল ট্রিক, যেগুলো আজকে
থেকেই আপনি আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

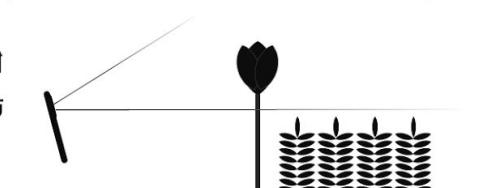


ઉપરોક્ત દુટો છવિ કિન્તુ પ્રકારે જાયગાય પ્રકારે વ્યાકણાઉંડેર સામાન્ય પ્રકારે ફૂલાને પ્રકારે સમયે તોલા છવિ। કિન્તુ, વાસ પ્રાણી છવિત જાદા ફૂલાં કાત સુલત રૂતાં યાચ્છ યેથાંત ડાતપાણીને છવિતે વ્યાકણાઉંડેર મધ્યે ફૂલાં ફૂટે ઉઠ્ઠાં તાં કીભાવે કરના હયાં પ્રટો? ખાલિ પ્રકારું તિચ થાકે છવિટો તોલા હયાં હત વ્યાકણાઉંડેર આકાશ થાકે।

ઉપર થાકે છવિ તોલાની કારણે વ્યાકણાઉંડેર સાથે જાવજાંકે મિલે યાચ્છ।



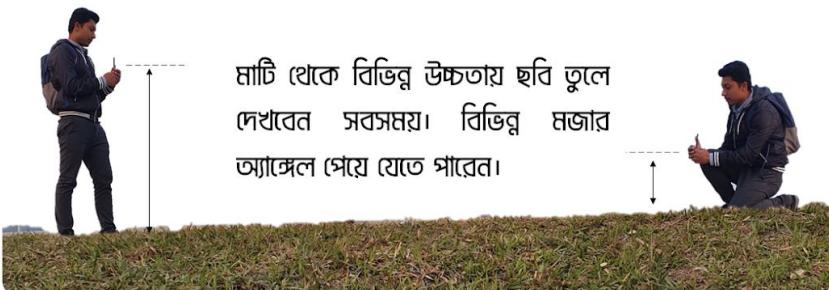
તિચ થાકે છવિ તોલાની કારણે સ્વચ્છ આકાશીને વ્યાકણાઉંડેર ફૂલાંને સુલત લાગાછે।



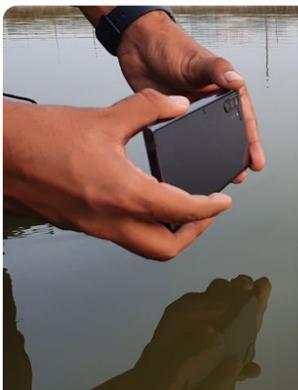


উপরের দুটো ছবিই প্রকাই জায়গায় দাঁড়িয়ে তোলা। প্রকটো প্রকদম সরাসরি উপর থেকে প্রথং অন্যটো প্রকদম নিচ থেকে আনুভূমিক (Horizontal) বরাবর তোলা। ভাতপাশের ছবিতে জমির ফাটলগুলো আবেক বেশি ডায়তামিক লাগছে।

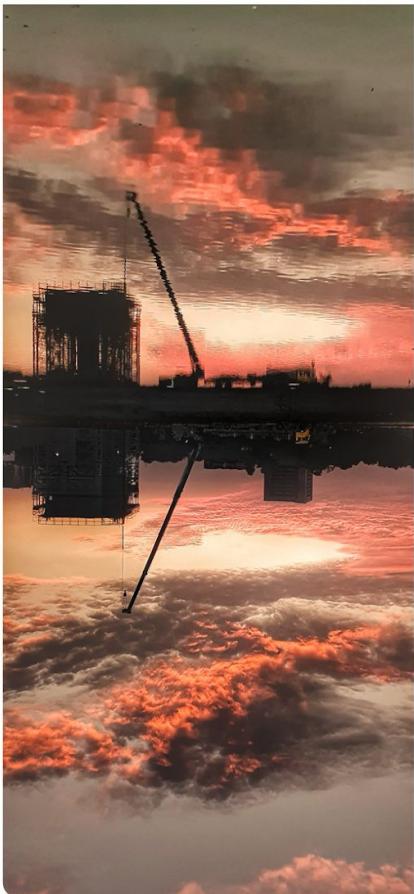
আমরা অধিকাংশ সময় ঢাঁকে যেভাবে দেখি, ঠিক অভাবেই ছবি তুলি। কিন্তু, প্রকটু যদি নিচ থেকে ছবি তুলি, তাহলে ছবির আবেক কিছু ফুট উঠে। আসতি রাস্তায় প্রভাবে ছবি তুল দখাতে পারেন। রাউকে ভারিক্ষিওয়ালা ছবি তুল দিতে হলে প্রকটু নিচু আঞ্চেল থেকে ছবি তুল দিত। দখাবেত ছবির মাঝে প্রকটো আধিপত্যের হ্যাপোর আছে!



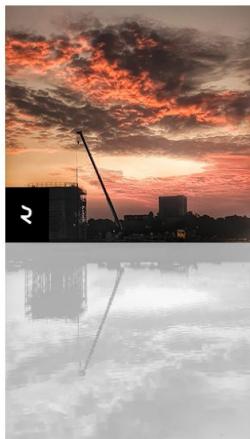
মাটি থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় ছবি তুল
দখাবেত সরসময়। বিভিন্ন মজার
আঞ্চেল পেয়ে যাতে পারেন।



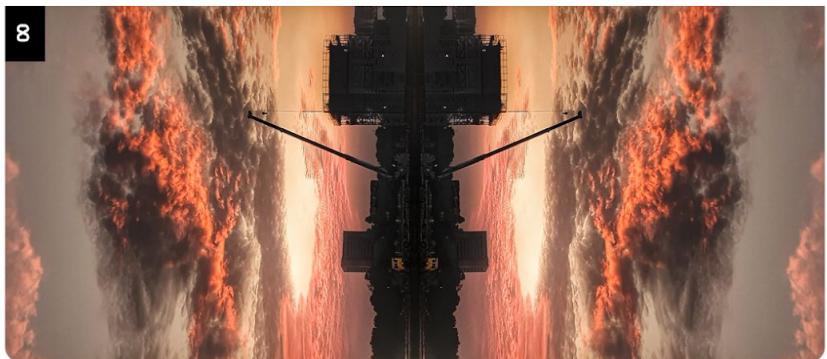
আপনি যত পাতি, আয়তা কিংবা প্রমত কোত সার্ফেস যেটা আলা প্রতিফলিত করে – সেটাৰ কাছে মাবাইল ধৰে ছবি তুলতে পাৱেত, রিফ্লেকশনৰ কাৰণে তত সুলন ছবি আসবে। রিফ্লেকশনওয়ালা প্রমত ছবি মাঝে মাঝে প্রিডিট কৰে জন্মৰ্ণুণ উল্লো কৰে দেখতে পাৱেত কেমত লাগে।



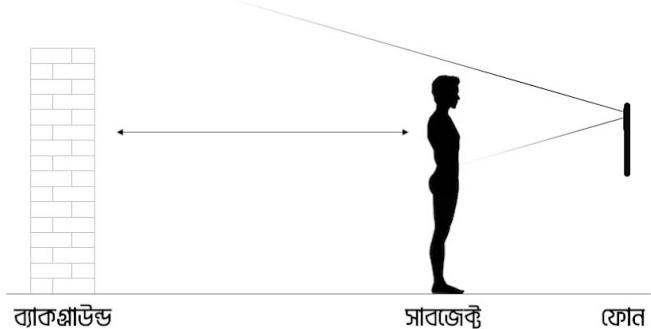
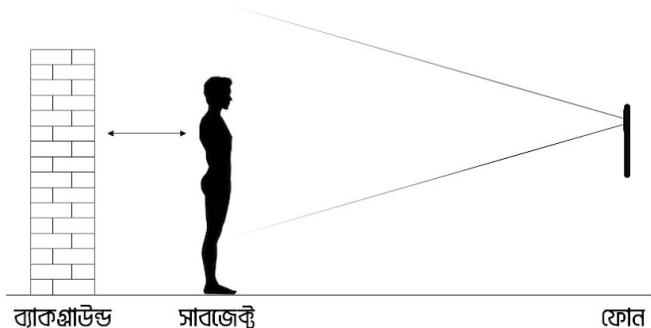
ଚଲତ, କିଛୁକ୍ଷଣ ପ୍ରଭିଟେ ତିଯେ ସ୍କର୍କଟୁ ଧେଲି!



ହିତ ଅଳ୍ପ ଆର୍ଦନ ଅଂଶ କ୍ରମ କାରେ ତିଲାପ ପ୍ରଥାମ। ତାରପର ଛାତିର ଡୁଲିକେଟେ ଉଲଟୀ କାରେ ତିଚେ ଲାଗିଯେ ଦିଲାମ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭିଟୋ ତା ଜାତଲ ଆତକେ ଅବାକ ହେଁ ଯାଏ ପ୍ରଟୀ ଭେବେ ଯେ ଶ୍ରାତିର ପ୍ରତିଫଳତ ପ୍ରାତୀ ସ୍ଵଚ୍ଛ! ଆରେକଟୁ ବେଶ ପ୍ରଭିଟେ କରନ୍ତେ ଚାଇଲେ ୯୦ ଡିଶି କାଁତ କାରେ ଫଳାଳ ମାତ ହେଁ କୋତ ଜାଇଫାଇ ମୁଭିର ଜୁଝେକ ଦାଲାତ!



ව්‍යාකුණ්ඩාංසු තුළ (Blur) කරාට 8 කොෂල



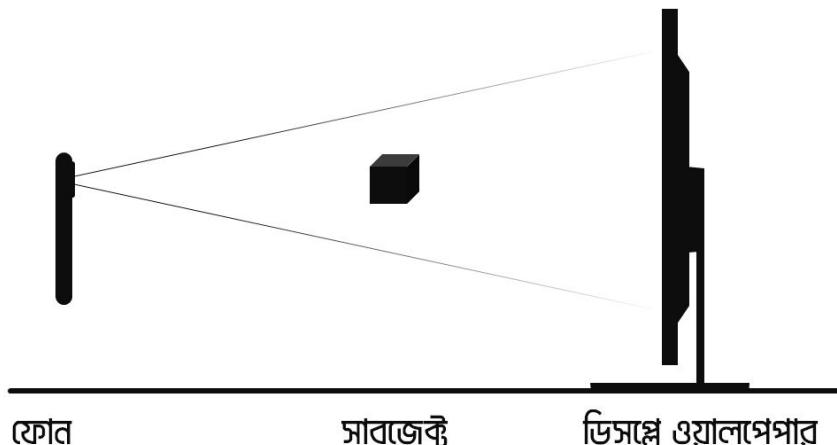
ප්‍රථමත, ආපනාට සාරැජේක් තෙතේ ව්‍යාකුණ්ඩාංසු යෙතින් ස්කුර දුරට රාධාවෙත, ආපනාට ව්‍යාකුණ්ඩාංසු තත තුළාරි හවේ।

දිංтиයිත, ආපනාට ප්‍රාප්‍රාරුචාර යෙතින් ස්කුර රෙස රාධාවෙත (යෙස්ත: ප්‍රාප්‍රාරුචාර 2.8 තා කරේ 1.4 රාධාවෙත)

දිංතියිත, ටොහීඳ ප්‍රාප්‍රාල ලේඛ දියේ ඡ්‍රහි තා තුල ග්‍ලේලියාංස් ලේඛ දියේ ඡ්‍රහි තුලාවෙත!

චතුර්ත, ප්‍රාග්‍රාමික ප්‍රාග්‍රාමීය මොටොබෑලුව ලාභී රොකාස අප්‍රාප්‍රාත දියේ ව්‍යාකුණ්ඩාංසු තුළ කරේ රෝතාවෙත!

ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, সমস্যাও নাই!



কোনো টিভি কিংবা কম্পিউটার মনিটরে আপনার পছন্দমত একটা ওয়ালপেপার নিয়ে সেটার সামনে কোনো জিনিস ধরে ছবি তুলুন। তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার নির্বাচন করা ওয়ালপেপারটি থাকবে। আপনার ইচ্ছামত ব্যাকগ্রাউন্ড স্ক্রিনে বদলিয়ে বদলিয়ে অসাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ডসহ ছবি তুলতে পারবেন কোথাও না গিয়েই!



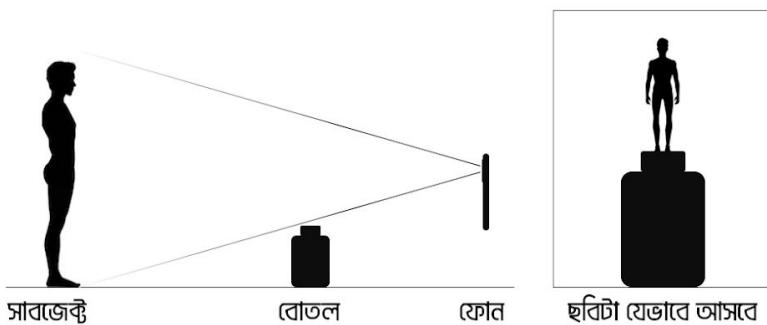
ফটোগ্রাফি খালি ছবি তোলার যাপারই তা। ফটোগ্রাফির জন্য অনেক অর্থ ধুঁজে বের করতে হয়, কিংবা তৈরি করতে হয়। উপরের ছবিটো বিজয় দিবসের জন্য তোলা। সবুজ প্রান্তির সামনে লাল জামা পরে বাংলাদেশের প্রতাকার মত ছবি বাতাতে চেক্ট করেছি। ফটোগ্রাফি যে খালি বেজিমেড প্রকৃতির হতে হবে, এমন তা কোত রখা তাই।

আমরি তিজও ক্যামেরার সামনে প্রলিমেটে শুভ্যে ততুত কিছু তৈরি করতে পারেন। আমি ভাতপাশের উদাহরণে বাইনোকুলার প্রবৎ স্ট্যাম্পলার দিয়ে প্রকটা সুধের আদল তৈরি করেছি। সাধায় যা কম্প্লিট করছে তা হয়তো সব সময় প্রকৃতিতে পারেন তা অথবা ধুঁজে পেতে অনেক দিন লাগবে। বিশেষ করে কার্পোরেট প্রজেক্টে সর্বসময় সুযোগটা হয় তা। তাই, তিজ থেকে প্রকটা দৃশ্য তৈরি করে তৈয়ার চর্চাও ফটোগ্রাফিতে থাকা উচিত।





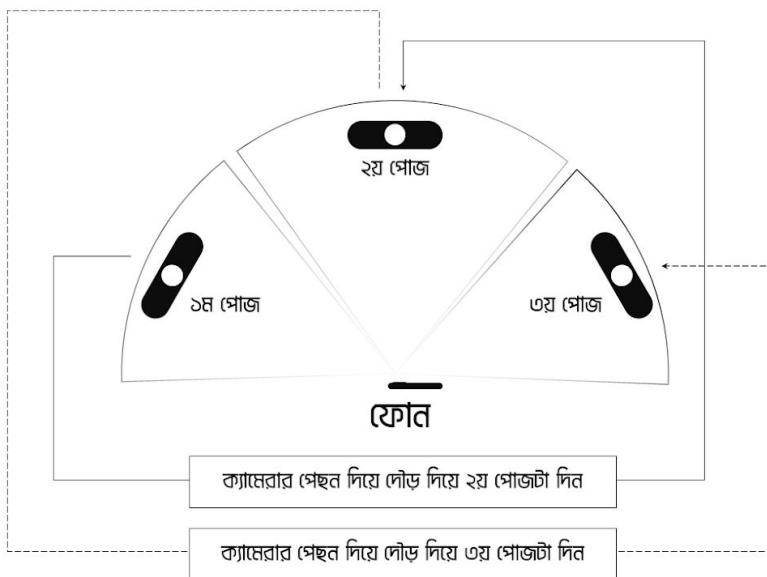
ଆପନାର ସାବଜେକ୍ଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ମଧ୍ୟ କରସିନ୍ଦରିତ କରାଯାଇଲେ ଦାରୁଣ କିଛୁ ବେଳାଲେ ପାରେନ୍ତି। ଏହି ପେଜେ ଦୁଇ ଉଦାହରଣେ ଆମି ସୁର୍ଯ୍ୟକେ ଜାୟଗାମତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକଟୋ ଲାଇଟ୍‌ବାଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକଟୋ ମୋଷବାତିର ମତ ଛବି ବାତିଯେଛି।



ଆପନି ତିଜେଓ ଏଥିର ଉପରେ ଏକାପେରିମେଟଟୋ କରାଯାଇଲେ ପାରେନ୍ତି। ଆପନାର କୋତ ବନ୍ଧୁଙ୍କେ ଦୂରେ ଥାକାଯାଇଲେ ତିଚ ଥିଲେ ବୋତଲର ଛବି ତୁଲେତ, ଯତ ମନେ ହ୍ୟ ଆପନାର ବନ୍ଧୁ ବୋତଲର ଉପର ଦାଁଡିଯେ ଆହେ। ଦୁଃଖଜନକଭାବେ ଆପନାର କୋତ ବନ୍ଧୁ ତା ଥାକଲେ (!) ବୋତଲର ଉପର ବିଲ୍ଲିଂ କିଂହା ଗାଡ଼ି ବଜାନାବେ ଚଢ଼ିବା କରାଯାଇଲେ!

প্যারাডিগ্নিকাল প্যাতারোমা (Panorama)

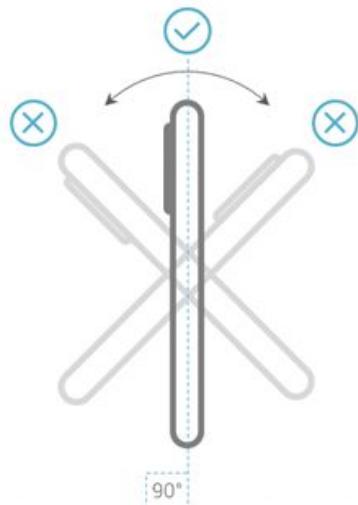
এই সামুষ এবং সময়ে প্রকাধিক জায়গায় থাকতে তা পারলেও ফটোগ্রাফির দুনিয়ায় প্যাতারোমা দিয়ে সেটা ঠিকই সম্ভব। আপনার মোবাইল প্যাতারোমা অপশনে গিয়ে তিচের কাজটি করতে পারেন।



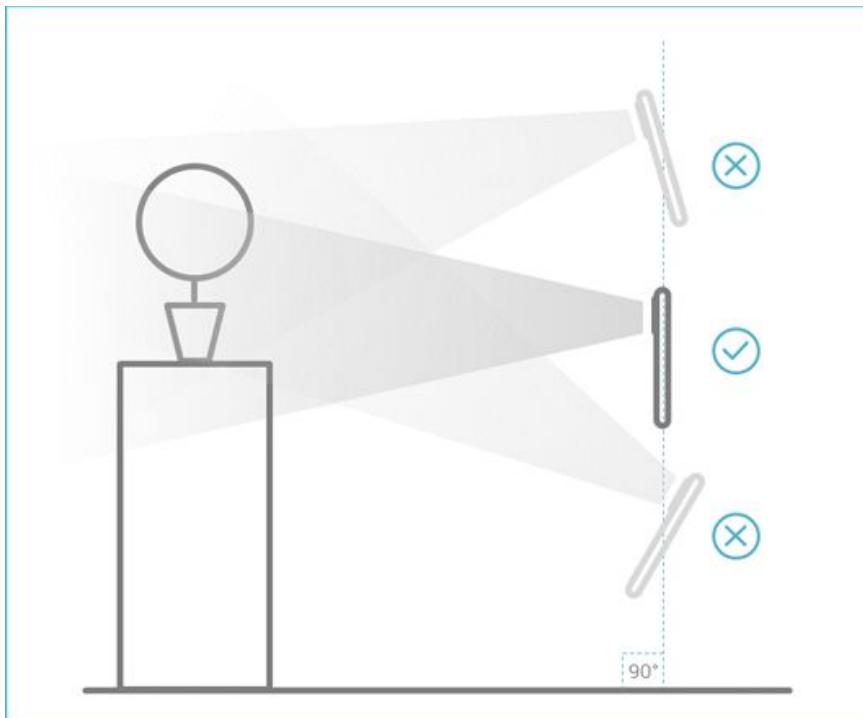


ক্যামেরা কীভাবে ধরলে সবচেয়ে ভালো ছবি আসবে?

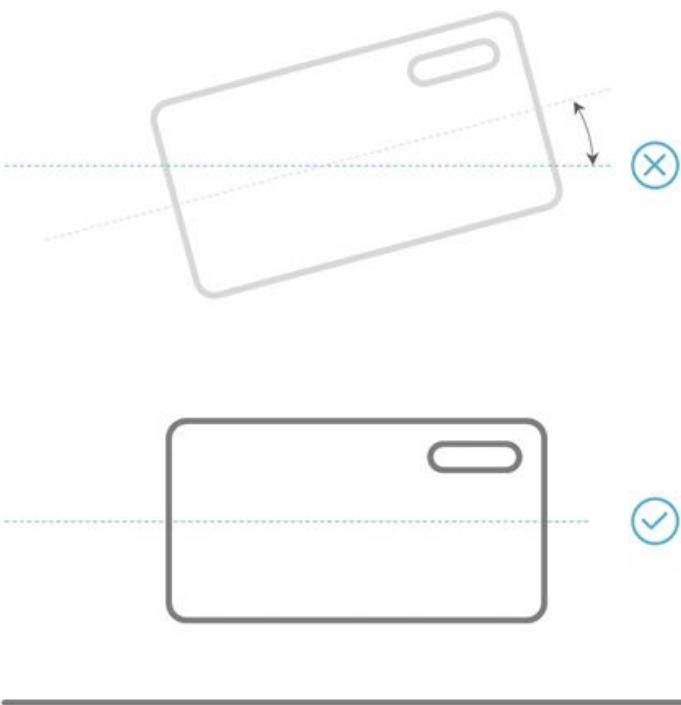
একদম ব্যাসিক হচ্ছে, যেভাবেই ধরেন না কেন, ফোন একদম স্টেবল রাখতে কলুই দুটো আপনার শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখবেন।



এখন বাকিটা ৩টি অক্ষ ঠিক করার উপর নির্ভর করছে। আমরা আনুভূমিক ও উলম্ব বরাবর ফোন রেখে ছবি তোলার ব্যাপারটি বুঝতে পারলে ছবির ফ্রেমিং অনেক সুন্দর হয়।

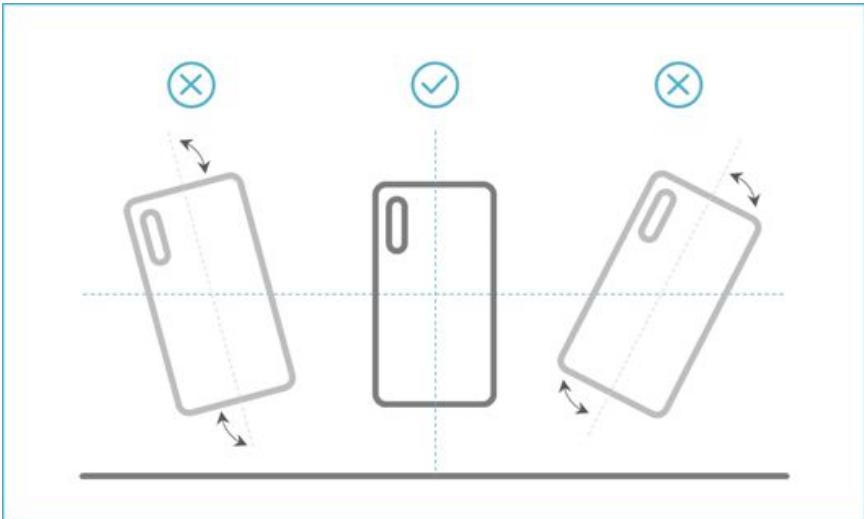


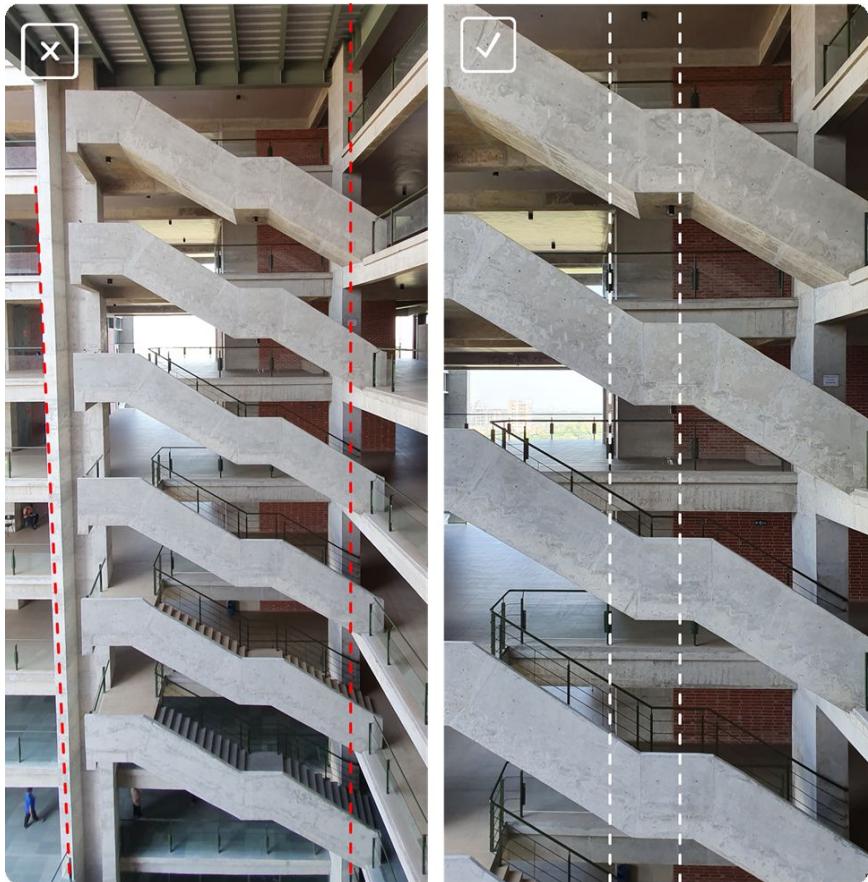
জমির উপর আমরা যেভাবে সোজা হয়ে দাঢ়াই, আপনার হাতের কোণটিও যেন আপনার হাতে সেভাবেই ভূমির সাথে ১০ ডিগ্রি আঙ্গেলে সোজা হয়ে থাকে। সোজা করে ধরলে কেউ ক্রমে না আসলে দূর থেকে ছবি তুলেন। কিংবা উলম্বভাবে উপরে নিচে নিয়ে অ্যাডজাস্ট করবেন।



ল্যান্ডস্কেপ মোডে ছবি তোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ফোনটি ভূমির সাথে আনুভূমিক থাকে।

পোর্টেইট মোডে ছবি তোলার সময়ও খেয়াল রাখতে হবে যেন ফোনটি ভূমির সাথে আনুভূমিক থাকে।





আপনি কীভাবে বুঝবেন যে আপনি ভুল অ্যাঙ্গেলে ধরেছেন? আপনার ছবির মধ্যে যেই জিনিসগুলো সোজা লাইন তৈরি করে, সেগুলো ১০ ডিগ্রি কিংবা উল্লম্বভাবে থাকে না। লাইনগুলো একটা আরেকটার সাথে সমান্তরাল হয় না। এমনভাবে ছবি তুলুন যেন সোজা জিনিসগুলো ক্রেমের মধ্যে সমান্তরালে থাকে এক লাইন বরাবর।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ:

সব সময় যে ফোন আনুভূমিক কিংবা উল্লম্ব রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। ছবির প্রয়োজনে এই কুলটা ভাঙ্গা যেতেই পারে।

স্টেবল ব্লার শট!

একটা ছবিতে একই সাথে শার্প কিছু অংশ থাকবে এবং ব্লারও থাকবে, এমন কীভাবে করা যায়? খুবই সিম্পল!

পাশের ছবির মত আপনি কোনো একটা জিনিস আপনার হাতে নিন। তারপর জিনিসটার দিকে তাক করে চক্র দিন। চক্র দেয়ার সময় সাবজেকটাকে ক্রেমের মাঝখান বরাবর রাখলে সাবজেক্টটা স্পষ্ট দেখাবে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড মনে হবে নড়ছে। একই কাজ আপনি রাস্তায় করতে পারেন। একটা গাড়ির কিংবা সিএনজির দিকে তাক করে থাকেন। চল্লে অবস্থায় গাড়িটিকে ক্রেমের মাঝখানে রেখে ছবি তুলুন। তাহলে থালি গাড়িটা স্পষ্ট আসবে এবং বাকি সব ব্লার মনে হবে।



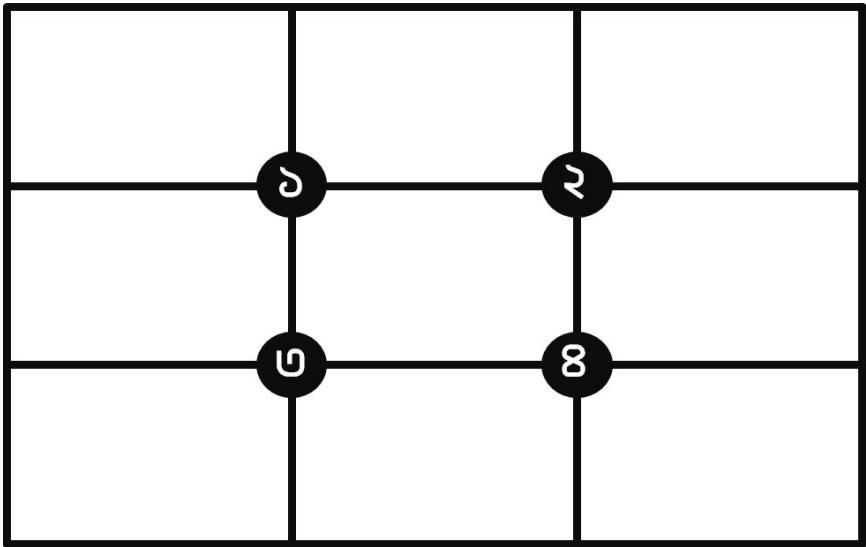
মানুষের ছবি তোলার সময়

আমরা প্রায় সবাই সেলফি তুলেছি। আপনি যত যঙ্গের সাথে নিজের চেহারার সবচেয়ে ভালো অ্যাঙ্গেলটা বের করেন, সেই একই যঙ্গের সাথে অন্যের ছবি তুলতে পারলেই হয়ে গেল। মানুষের ছবি তোলা থালি একটি মুখের ছবি তোলা নয়, গল্পটি জীবনের তুলে ধরাই আসল কাজ।

ছবির কম্পোজিশন | Photo Composition

আমরা প্রথমেই একদম বেসিক ৩টি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কম্পোজিশন দেখে নেব। তারপর টেকনিকাল কথায় যাবো।

১। গ্রিড এবং রুল অফ থার্ড (Grid and Rule of Third)



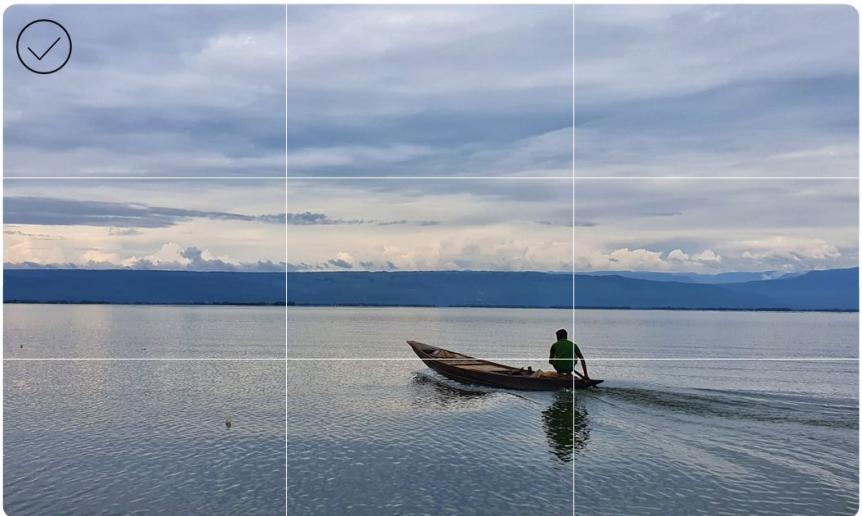
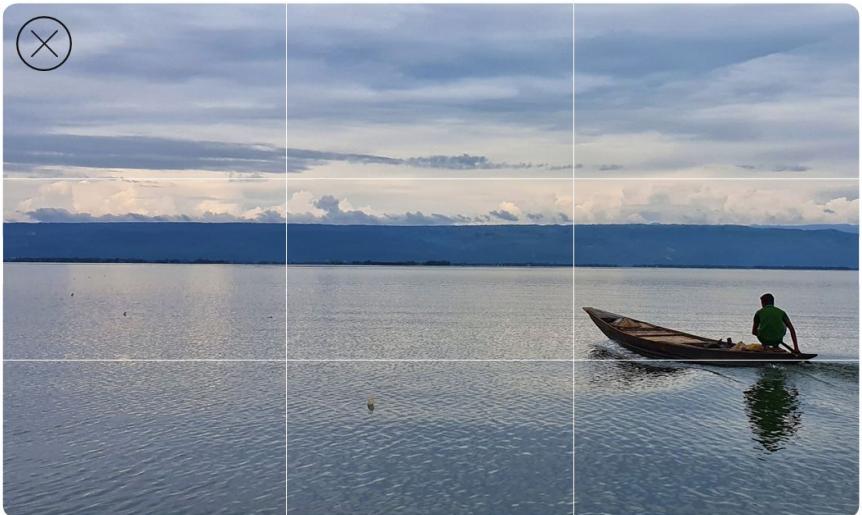
এখন প্রায় সব মোবাইল ক্যামেরায় উপরের ছবির মত গ্রিড থাকে। আপনারটাতে না থাকলে সেটিংস অপশনে গিয়ে অন করে ফেলুন।

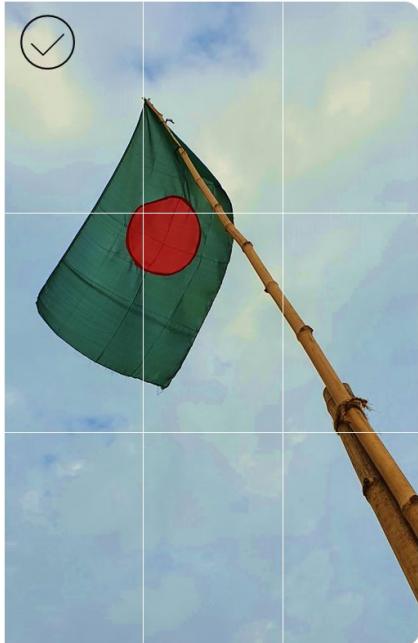
< Camera settings

Grid lines

3 x 3

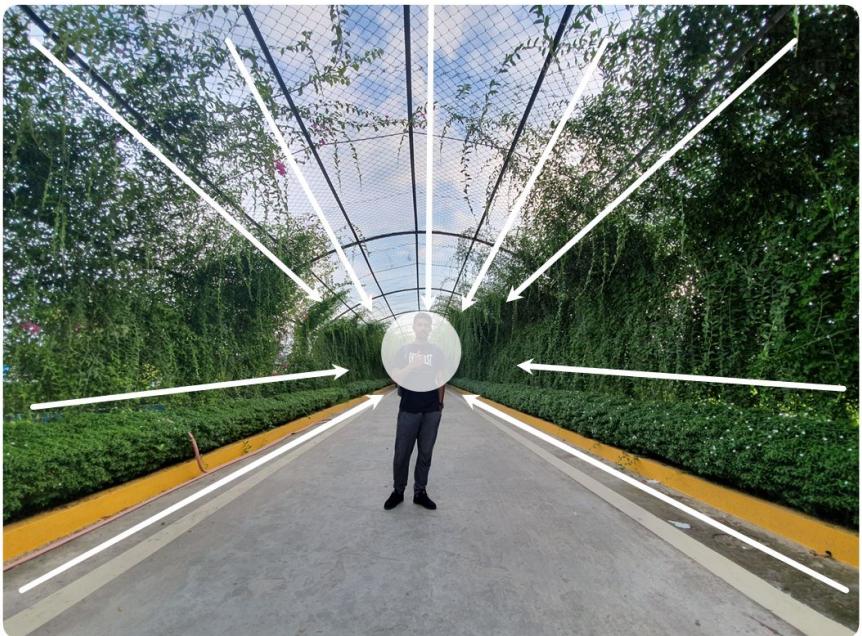
আপনার কাজ হচ্ছে ছবির সাবজেক্টকে ১, ২, ৩ অথবা ৪ নম্বর বিন্দুতে (যেখানে লাইনগুলো মিলিত হয়েছে) স্থাপন করা। খুবই সিম্পল। এটা অ্যাপ্লাই করলেই আপনার ছবি হঠাতে করে অনেক সুন্দর হয়ে যাবে।





২। লিডিং লাইন (Leading Line)

ছবির মধ্যে এমন জিনিস খুঁজুন যেগুলো একটা লাইন তৈরি করছে। এই লাইনগুলো আমাদের চোখকে নির্দেশ দেয় যে আমাকে কোথায় তাকাতে হবে। লিডিং লাইনগুলো যেদিকে ইঙ্গিত দেয়, ওই দিকে আপনার সাবজেক্টকে আপনি রাখবেন। তাহলে দারুণ ছবি আসবে।



এমন কিন্তু না যে লিডইং লাইন একদম সোজা লাইনই হতে হবে। এগুলো বাকা কার্ডও হতে পারে যেগুলো দর্শকের চোখকে একদিকে ধাবিত করে।



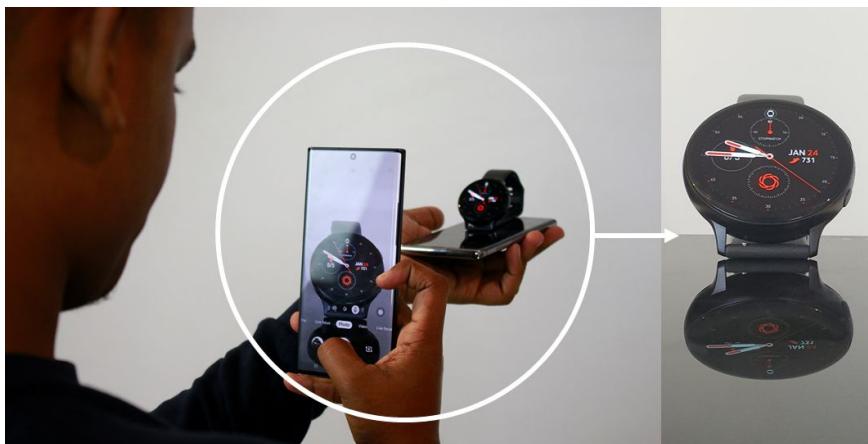


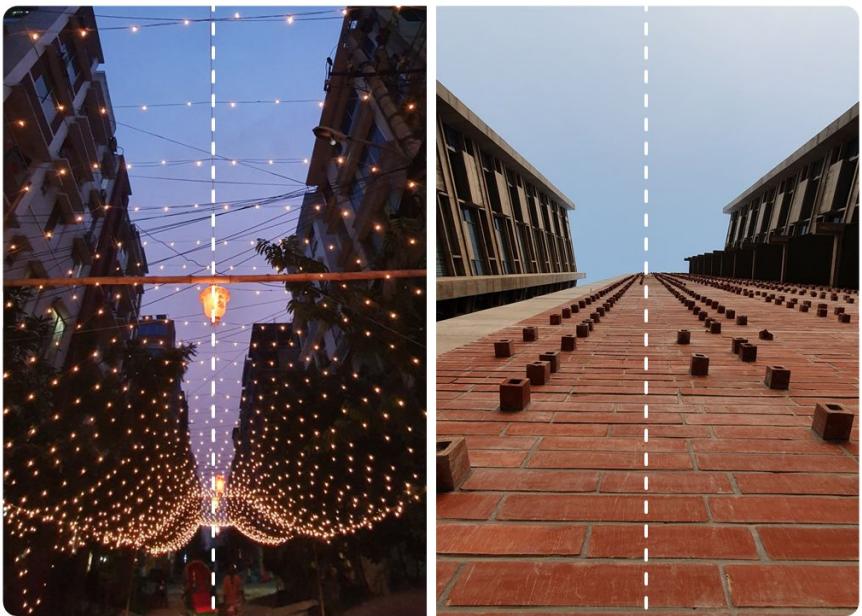
৩। প্রতিসমতা (Symmetry)

ছবির বাম ও ডানপাশ কিংবা উপর ও নিচের পাশ যদি আয়নার রিফ্লেকশনের মত হয়, তাহলে ছবিটা দেখতে সুন্দর লাগে, অনেক ব্যালেন্সড মনে হয়। এটাকে সিমেট্রি বলে।



আপনি কিছু সহজ উপায়ে
সিমেট্রিকাল ছবি তুলতে পারেন।
আয়না কিংবা পানির রিফ্লেকশন
দিয়ে আপনি খুব সহজেই
সিমেট্রিকাল ছবি তুলে ফেলতে
পারেন। কোনো টেবিল কিংবা
স্ল্যাট সার্ফেসে সামান্য পানি ঢেলেই
কিন্তু আপনি এই কাজটা সহজে
করে ফেলতে পারেন যেকোন
জায়গায়। আরও সহজ একটা
উপায় হচ্ছে বন্ধুর মোবাইলের
উপর কোনো জিনিস বসিয়ে স্টোর ছবি তোলা। মোবাইলের স্ক্রিন দারুণ একটা
রিফ্লেকটিভ সার্ফেস হিসেবে কাজ করে কিন্তু!



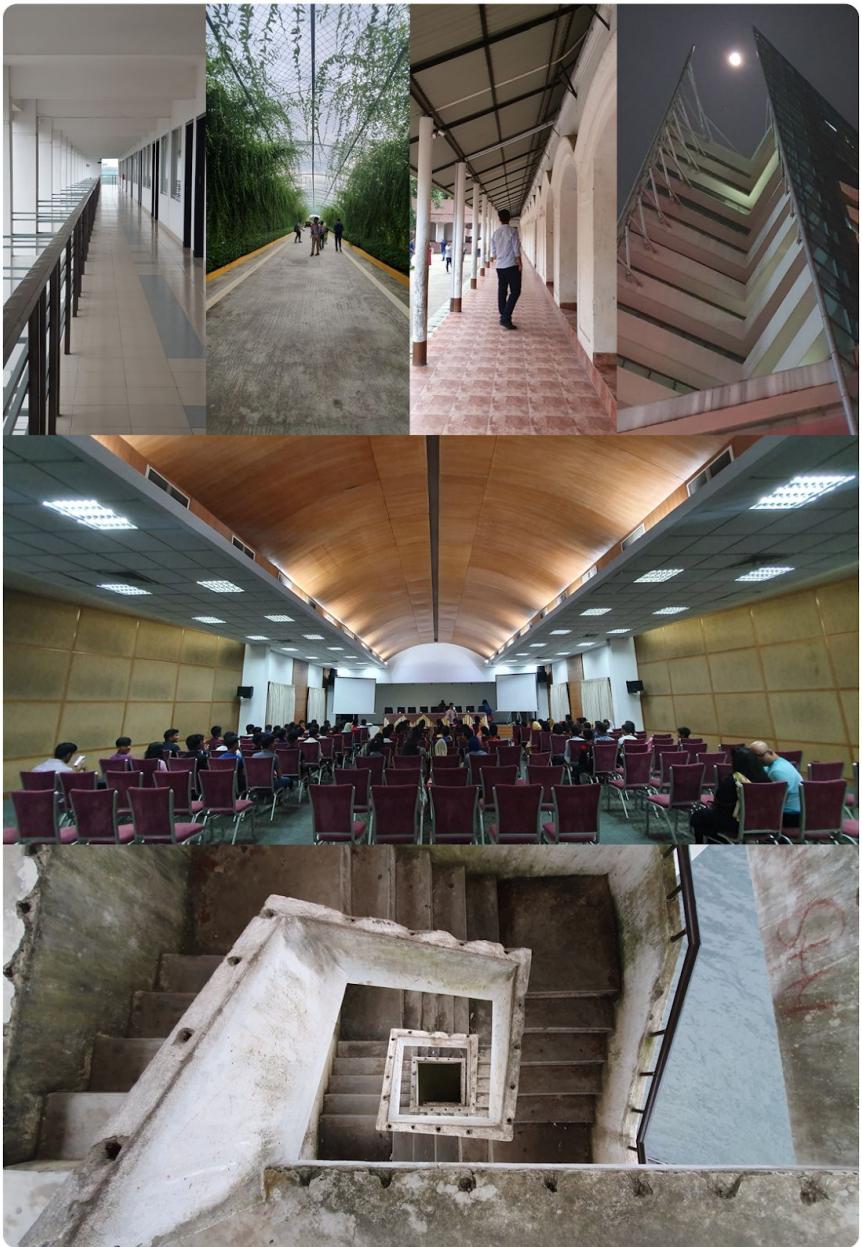


বোনাস ৪। ফ্রেম উইথিং অ্যা ফ্রেম (Frame withing a frame)

ছবির ভেতরে যদি কোন ফ্রেমে মধ্যে সাবজেক্টকে রাখা যায়, তাহলে ছবিটা বেশ ইউনিক হয়। এটা হতে পারে কোন ঘরের দরজা, কোন স্ট্রাকচার কিংবা আপনি নিজেই হাত কিংবা কাগজের মত জিনিস দিয়ে ফ্রেম বানিয়ে সাবজেক্টের ছবি তুললে বেশ দারুণ আসে।



তাহলে দিনশেষে ছবির সাজেকে ছবির ক্ষেত্রে অর্থবহ স্থাপন করার ব্যাপারটাকেই মূলত ছবির কম্পোজিশন বলে...একটু কঠিন হয়ে গেল? আসলে আমরা এক লাইনে না উওর দিয়ে কয়েকটা ব্যাপার খেয়াল করলে আমরা ছবির কম্পোজিশন ঠিকমত বুঝতে পারবো। ছবির কম্পোজিশনের মধ্যে আছে: প্যাটার্ন (pattern), টেক্সচার (texture), প্রতিসমতা (symmetry), ডেপথ অফ ফিল্ড (depth of field), রেখা (lines & curves), ফ্রেম (frames), কন্ট্রাস্ট (contrast), রঙ (color), দৃষ্টিকোণ (viewpoint), গভীরতা (depth), ফাঁকা জায়গা (negative space), সাজেকের পরিবেশ (foreground & background), ছবির ড্রামা (visual tension), আকৃতি (shapes) ইত্যাদি।



ছবির উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে একেক সময় একেকভাবে কম্পোজিশনটা সাজানো হয়। এমন না যে সবগুলোই ব্যবহার করতে হবে। তবে, জেনে রাখলে ধীরে ধীরে এগুলো ব্যবহার করে ছবিকে আরও সুন্দর আর অর্থবহ করে তোলা যায়।

একই ক্যামেরা দিয়ে একই ছবি একজন দক্ষ ফটোগ্রাফার এমনভাবে তুলবেন যেন দেখে মনে হয় যে, ‘আরো! এটাতো আমিও তুলতে পারতামা!’ আসলে পার্থক্যটা ছবির কম্পোজিশনে। চোখের সামনে থেকেও অদ্ভ্যতাবে জাদুর কাজ করে।

ফটোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কলসেপ্ট - লাইটিং

ফটোগ্রাফি হল আলো ছায়ার খেলা। একই জিনিসের ছবি ভিন্ন ভিন্ন আলোতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু হিসেবে আবির্ভূত হয়। একই অভিয্যন্তিতে লাইটিংটা থালি বদলে দিলে ছবির অক্ষপ্রেশানহ বদলে যায়। তাই, ছবি এবং ভিডিওগ্রাফিতে কোন ভাব ফুটিয়ে তুলতে লাইটিং-কে অনেক বুঝে শুনে ব্যবহার করতে হয়।

মোবাইলে ফ্ল্যাশ দিয়ে ছবি তুললে প্রতদম কড়া প্রকটা ছায়া পড়ে এবং ছবির আনকে ডিটেইল থাকে না। ছবি বেশ ফ্ল্যাট লাগে। তাই, খালি ফ্ল্যাশ দিয়ে ছবি তুলতে গেলে যেন আমরা বুঝে শুনে তুলি। পারলে অন্য আলোর উৎস যেন ব্যবহার করি।



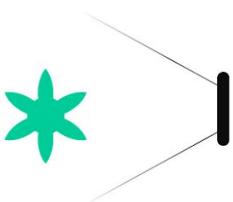
একটা ছোট ফটোগ্রাফি হ্যাক শেয়ার করি মূল টপিকে যাওয়ার আগে। ব্যাগে কিংবা বাইয়ের মধ্যে লাইট রেখে দারুণ কিছু ছবি তোলা যায় কিন্তু! এই ট্রিকটা আরেকভাবে করে দেখতে পারেন। ছাতার উপরের দিকে মোবাইলটা রেখে তারপর ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তুলেন যেন মনে হয় যে ছাতার ভেতর থেকে আলো আসছে।



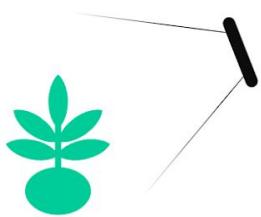
নিচের ছবিটা একমাত্র ফ্ল্যাশের আলোতে তোলা। এখন আমরা ধাপে ধাপে দেখবো যে কীভাবে লাইটিং ঠিক করতে হয়।



ଗାଛର ପେଣ୍ଟ ଥିକେ
ଲାଇଟ୍ ଦେଯା ହୋଇଛେ।



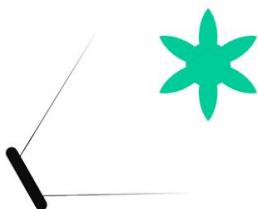
ଗାଛର ପ୍ରକାଶ ଥିକେ
ଲାଇଟ୍ ଦେଯା ହୋଇଛେ।



ଗାଛର ଉତ୍ତର ଥିକେ
ଲାଇଟ୍ ଦେଯା ହୋଇଛେ।

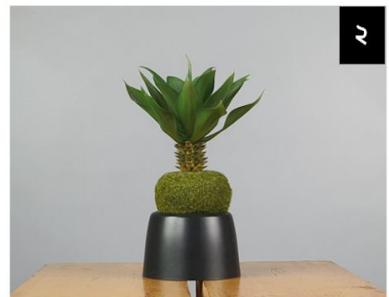


गांचर जामत वाप्र प्राप्त थेके लाईट देया हयोहे।



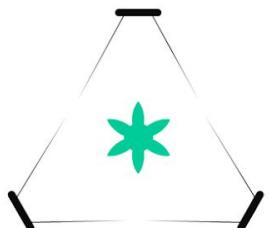
१

गांचर जामत डात प्राप्त थेके लाईट देया हयोहे।



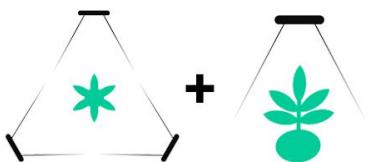
२

गांचर प्रेषत थेके लाईट देया हयोहे।



३

गांचर उप्रव थेके लाईट देया हयोहे।



४



ଆନ୍ଦୋଳ ଏକ୍ସାପୋସଡ ଛବି

ଓଭାର ଏକ୍ସାପୋସଡ ଛବି

একটা ଜିନିସ ସବସମୟ ମନେ ରାଥବେନ। ଏକଦମ ପୁଡ଼େ ଯାଓଯା ଧବଧବେ ସାଦା ଓଭାର ଏକ୍ସାପୋସଡ ଛବି ଥିଲେ ଏହିଟି କରେ ଛବିର ଡିଟେଲ ବେର କରେ ଆଲାର ଚେଯେ ଆନ୍ଦୋଳ ଏକ୍ସାପୋସଡ ଛବିର କାଳେ ଅଂଶେର ଡିଟେଲ ବେର କରେ ଆଲା ସହଜ।

ଛବି ତୋଳାର ସମୟ | The Golden Hour

ଆସଲେ ଯେ କୋଣ ସମୟ ଛବି ତୋଳା ଗେଲେଓ, ମୂର୍ଯ୍ୟଦିନ ଓ ମୂର୍ଯ୍ୟଷ୍ଟର ସମୟ ହଲୁଦାଭ ଆଲୋଟା ଛବିକେ ବହୁଞ୍ଗେ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ ତୁଳେ। ଏହି ସମୟଟାକେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆଓଯାର ବଲେ। ତାହାଡା, ମୂର୍ଯ୍ୟଦିନ ଓ ମୂର୍ଯ୍ୟଷ୍ଟର ସମୟ ଆଲୋ ତିର୍ଯ୍ୟକଭାବେ ଆସେ ବଲେ ଏକଟା କୋମଳ ଭାବ ଥାକେ। ଛବିତେ ମୁନ୍ଦର ଏକଟା ସୋନାଲୀ ଆଭା ରାଥାତେ ମୂର୍ଯ୍ୟଦିନ ଓ ମୂର୍ଯ୍ୟଷ୍ଟର ସମୟଟା ତାଇ ଅନେକ ଭାଲୋ। ସମସ୍ୟା ଏକଟାଇ ଯେ ଏହି ସମୟଟା ଖୁବ କମ, ତାଇ ଆଗେ ଥିଲେ ପରିକଳ୍ପନା କରେ ନିଯେ ତାରପର ଫଟୋଗ୍ରାଫିତେ ନାମଲେ କୋଣ କିଛୁ ମିସ ହୁଏ ଯାବାର ସଞ୍ଚାରନା କମ ଥାକେ। ଆର, , ମୂର୍ଯ୍ୟଦିନ ଓ ମୂର୍ଯ୍ୟଷ୍ଟର ସମୟଟା ଯେ ସୋନାଲୀ ଆଲୋ ପାଓଯା ଯାଯ ଏମନ କୋଣ ଜିନିସ ନା। ହୁଦାଭ ଟାଂସ୍ଟେନ ଲାଇଟେ ଡିଫ୍ଯୁଉସାର ଦିଯେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆଓଯାରେ ମତ ଇଫେସ୍ଟୋ ଘରେର ମଧ୍ୟେ ଆଲା ଯାଯା।

ଆଲୋର ବିପରীତେ ଛବି ତୋଳା

ଏକଟା ଜିନିସ ନିଯେ ସବାର ସତର୍କ ଥାକା ଦରକାର। ମେଟା ହଲ ଯେନ ଆମରା ସରାସରି ମୂର୍ଯ୍ୟର ଦିକେ ଆମାଦେର ଲେଖ ତାକ ନା କରେ ରାଥି। ଏତେ ସେମର ଥାରାପ ହୁଏ ଯାବାର ବେଶ ସଞ୍ଚାରନା ଥାକେ। ତାହାଡା ଆମାଦେର ହାତେ ଫୋନ ଅନେକ ସମୟ ଏମନଭାବେ ଥାକେ

যেন সূর্যের আলো সরাসরি কোনের লেন্সের উপর এমে পড়ে। তাই, এই বিষয়গুলোতে একটু যেন সতর্ক থাকি যাতে কোনের সেক্ষেত্র ঠিকমত সব সময় কাজ করে। এখন আসি মূল প্রসঙ্গে। আমরা অনেক সময় সার্কেস্ট আর লাইট একই দিকে দেখে ছবি তুলি। এতে সার্কেস্ট একদম কালো আসে। খুবই সিংগল একটা ব্যাপার সব সময় খেয়াল রাখতে পারেন। লাইট আর সার্কেস্টের মাঝে যেন আপনি থাকেন। তাহলে ছবিতে সার্কেস্ট ভাল মত আলো পাবে।

তবে সব সময় যে এই নিয়ম খাটবে, এমন কিন্তু নয়। অনেক সময় লাইটকে সার্কেস্ট দিয়ে চেকে দারুণ কিছু ছবি উঠে আসে।

প্রো মোড (Pro Mode)

এখন আমরা ডিটেইলে যাওয়া শুরু করবো। ডিএসএলআরকে টেক্ষা দেয়ার মূল অন্তর্হল প্রো মোড, যেখানে ছবির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে আপনার হাতের মুঠোয়। এই পুরোটাই হচ্ছে আইএসও, শাটার স্পিড আর অ্যাপারচারের খেলা। তো চলেন, প্রো হওয়ার সময় হয়ে গেছে!

Bixby Vision

AR Emoji



Pro/Manual Mode

মোবাইল দিয়ে ডিম্বসম্পর্কের কাজ করার অস্ত্র



ISO



250

1/60

F1.5



Standard



MF

WB



A 4400K

-2.0

Night

Panorama

Pro

Live focus

Photo



Bixby Vision

AR Emoji



ISO

আলোর ধারণক্ষমতা তিয়ন্ত্রণ করার কৌশল



250

MANUAL

50

100

200

400

800

ISO



250

1/4

F1.5

Standard

MF

WB
A 4300K

-2.0

Night

Panorama

Pro

Live focus

Photo



ISO | আই.এস.ও

একটা ছবির উজ্জ্বলতা কেমন হবে সেটা খুব সহজে ISO দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ISO শুরু হয় ৫০/১০০ থেকে এবং ৮০০, ১৬০০ কিংবা আরও বেশি হতে পারে। ISO মূলত মেশেরের সেন্ট্রিভিটি হিসেবে কাজ করে। ISO কমিয়ে রাখলে ছবির উজ্জ্বলতা কম থাকে। ISO যত বাড়ানো হয়, ছবির ব্রাইটনেস তত বাঢ়তে থাকে। কিন্তু, একটা ব্যাপার জানতে হবে। ISO সব সময় যতটা সম্ভব, কম রাখা উচিত। কারণ, ISO বাড়ালে ছবিতে ঝিরিঝিরি ভাব আসতে থাকে। রাতের ছবিতে অনেক ISO দিয়ে রাখলে আপনি সহজেই দানা দানা ঝিরিঝিরি দাগ দেখতে পারবেন। তাই, ছবি তোলার সময় একদম দরকার না পড়লে যেন ISO না বাড়িয়ে দেই। ISO বাড়ালেও ৪০০/৫০০ এর বেশি যেন না যাই। ISO না বাড়িয়ে ছবির ব্রাইটনেস বাঢ়াতে চাইলে এপারচার কমিয়ে কিংবা সাটোর স্পিড বারিয়ে ছবির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা যায়।



ISO 500

ISO 200

ISO 50

আইএসও বেশি



আইএসও কম

ছবির উজ্জ্বলতা বেশি



ছবির উজ্জ্বলতা কম

ছবির ঝিরিঝিরি ভাব বেশি



ছবির ঝিরিঝিরি ভাব কম

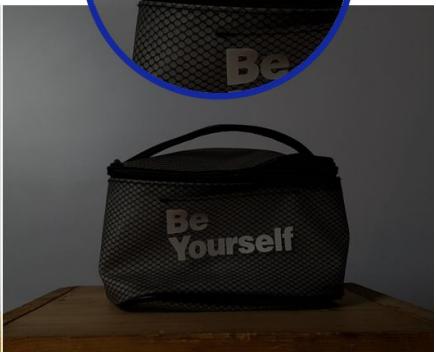
আইএসও খুবই সিম্পল! আইএসও বাড়াবেন (যেমন ৫০ থেকে বাড়িয়ে ২০০, ৪০০, ৮০০) আর ছবির উজ্জ্বলতাও বাড়বে। খালি একটাই সমস্যা, আইএসও বাড়ালে আপনার ছবিতে ঝিরিঝিরি ভাব চলে আসবে, অর্থাৎ গ্রেইন (Grain) চলে আসবে।

আইএসও বেশি হল ছবিতে
দাতা দাতা দাগ দেখা যায়।

আইএসও কম হল ছবি স্পষ্ট
আজে কিন্তু উজ্জ্বলতা কম হয়।



ISO 600



ISO 50

আইএসও বেশি বাড়ালে ছবিতে দানা দানা ভাব চলে আসে। তাই, আইএসও কম রেখে ছবি তুলতে পারলে ভালো। আইএসও কম রেখে ছবির উজ্জ্বলতা বাড়াতে চাইলে অ্যাপারচার কমিয়ে দিন (যেমনঃ ২.৪ থেকে ১.৫) কিংবা সাটোর স্পিড কমিয়ে দিন (যেমনঃ ১/৫০০ সেকেন্ড থেকে ১/৩০ কিংবা ২ সেকেন্ড)।

একলাইনে...

আই.এস.ও বাড়ালে ছবির উজ্জ্বলতা বাড়ে, আর আই.এস.ও কমালে ছবির উজ্জ্বলতা কমে।



ତର୍ତ୍ତାଳ ମୋଡ୍ (Normal Mode) ସଧତ କୋତା ଲାଇଟ୍ କିଂବା ଉେଜ୍ବୁଲ ଜିତିଜେର ଛବି ତୁଳାଵେତ, ତଥତ ମୋବାଇଲ ସ୍କିନ୍ଟ ଟୋଚ କାରେ ଛବିର ପ୍ରକାଶପୋଜାର କମିଯେ ଦିଲ ଛବିର ଦାତା ଦାତା ଭାବ କାମ୍ ହାତେ ପ୍ରତଃ ଲାଇଟ୍ କିଂବା ଉେଜ୍ବୁଲ ଅଂଶ ଝୁଲାରଭାବେ ଫୁଟ୍ ଉଠିବାରେ।



LIVE FOCUS

PHOTO

VIDEO

MORE

সবসময় যে আলো দিয়েই ছবি তুলতে হবে, এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় অঙ্ককারের কারণেই আলোর অর্থ ফুটে উঠে।



আপনি অঙ্ককার দিয়ে সার্জেন্টের সিলোয়েট (Silhouette | কালো প্রতিচ্ছবি) বানাতে পারেন। অঙ্ককার দিয়ে ছবির ফ্রেমিং করতে পারেন। দিনশেষে ছবি তো খালি আলোর খেলা নয়, অঙ্ককারও অবিচ্ছেদ্য অংশ। নাহলে কড়কড়া লাইট মেরে ক্লিক করাটাই ফটোগ্রাফি হতো।

Bixby Vision

AR Emoji



Shutter Speed

আলো ক্যাপচার করার সময় তিয়ন্ত্রণ করার কৌশল



F1.5

1/60

MANUAL

1/24000

1/500

1/15

10



ISO



250



Standard

WB



A 4400K

-2.0

Night

Panorama

Pro

Live focus

Photo



শাটার স্পিড | Shutter Speed

একটা ছবির উজ্জ্বলতা কেমন হবে সেটা খুব সহজে ISO দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ISO শুরু হয় ৫০/১০০ থেকে এবং ৮০০, ১৬০০ কিংবা আরও বেশি হতে পারে। ISO মূলত মেশৱের সেন্টিভিটি হিসেবে কাজ করে। ISO কমিয়ে রাখলে ছবির উজ্জ্বলতা কম থাকে। ISO যত বাড়ানো হয়, ছবির ব্রাইটনেস তত বাঢ়তে থাকে। কিন্তু, একটা ব্যাপার জানতে হবে। ISO সব সময় যতটা সম্ভব, কম রাখা উচিত। কারণ, ISO বাড়ালে ছবিতে ঝিরিঝিরি ভাব আসতে থাকে। রাতের ছবিতে অনেক ISO দিয়ে রাখলে আপনি সহজেই দানা দানা ঝিরিঝিরি দাগ দেখতে পারবেন। তাই, ছবি তোলার সময় একদম দরকার না পড়লে যেন ISO না বাড়িয়ে দেই। ISO বাড়ালেও ৪০০/৫০০ এর বেশি যেন না যাই। ISO না বাড়িয়ে ছবির ব্রাইটনেস বাড়াতে চাইলে এপারচার কমিয়ে কিংবা সাটার স্পিড বারিয়ে ছবির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা যায়।



1

second

1/60

second

1/500

second

সাটার স্পিড কম



সাটার স্পিড বেশি

আলো বেশি



আলো কম

ব্লুর (Blur) বেশি



ব্লুর (Blur) কম

চলন্ত কিংবা নড়ছে এমন জিনিসের ছবি তুলতে হলে সাটার স্পিড বাড়িয়ে দেবেন (১/১২০, ১/২৪০, ১/৫০০ ইত্যাদি)। সাটার স্পিড যত বাড়াবেন, ছবির উজ্জ্বলতা কিন্তু তত কমে যাবে। সেক্ষেত্রে ISO বাড়াতে পারেন (300, 400, 500 ইত্যাদি) কিংবা অ্যাপারচার কমাতে পারেন (2.5 থেকে কমিয়ে 1.4)।



উপরের ছবির মত কোনো কিছুর ছবি উড়ন্ত অবস্থায় তুলতে হলে শাটার স্পিড বাড়িয়ে ছবি তুলতে পারেন। অথবা, স্লো মোশন ভিডিও রেকর্ড করে সুবিধামত ফ্রেমটি স্লিনশট নিয়ে আলাদা করে ফেলতে পারেন। অথবা বারষ্ট শট (Burst Shot) ব্যবহার করতে পারেন যেখানে কয়েক মুহূর্তে অনেকগুলো ফ্রেমের ছবি উঠে আসে, তারপর আপনার ইচ্ছামত সেরা ফ্রেমটি বাছাই করে নিবেন।



উপরের ছবিটা একটা লাইট পেইন্টিং ফটোগ্রাফি। আমরা পেঙ্গিল, কালার, তুলি দিয়ে অনেক পেইন্টিং করেছি। কিন্তু, আজ আমরা লাইট দিয়ে পেইন্টিং করা শিখবো।



খুবই সিম্পল একটা কাজ। আপনি আপনার ফোন একদম স্থির করে সেট করুন। ট্রাইপড হলে ভালো হয়। না হলেও অসুবিধা নেই। এই ছবিটাতে ফোনটাকে একটা ইটের বিপরীতে রাখা হয়েছে। এরপর প্রো মোডে গিয়ে আইএসও একদম কমিয়ে দিন ($50/100$)। তারপর সাটার স্পিড কমিয়ে $5/10$ সেকেন্ড করে ফেলুন। এবার ছবি ক্লিক করে ক্যামেরার সামনে লাইট নিয়ে কিছু একটা আঁকুন। আপনার বন্ধুর ফোনে ট্র্যাচ অন করে করতে পারেন কিংবা অন্য যে কোন লাইট ব্যবহার করতে পারেন। একবার করলেই খেলা বুঝে যাবেন। এরপর আপনার ইচ্ছা আপনি কত কী উপায়ে লাইট পেইন্টিং করবেন।

একলাইনে...

খুবই দ্রুত নড়েছে এমন বিষয়বস্তুর ছবি তোলার জন্য ফাস্ট শাটার স্পিড এবং আলো বাড়ানো কিংবা স্মৃথি/টেইল ফটোগ্রাফির জন্য শাটার স্পিড বাড়ানো উচিত।

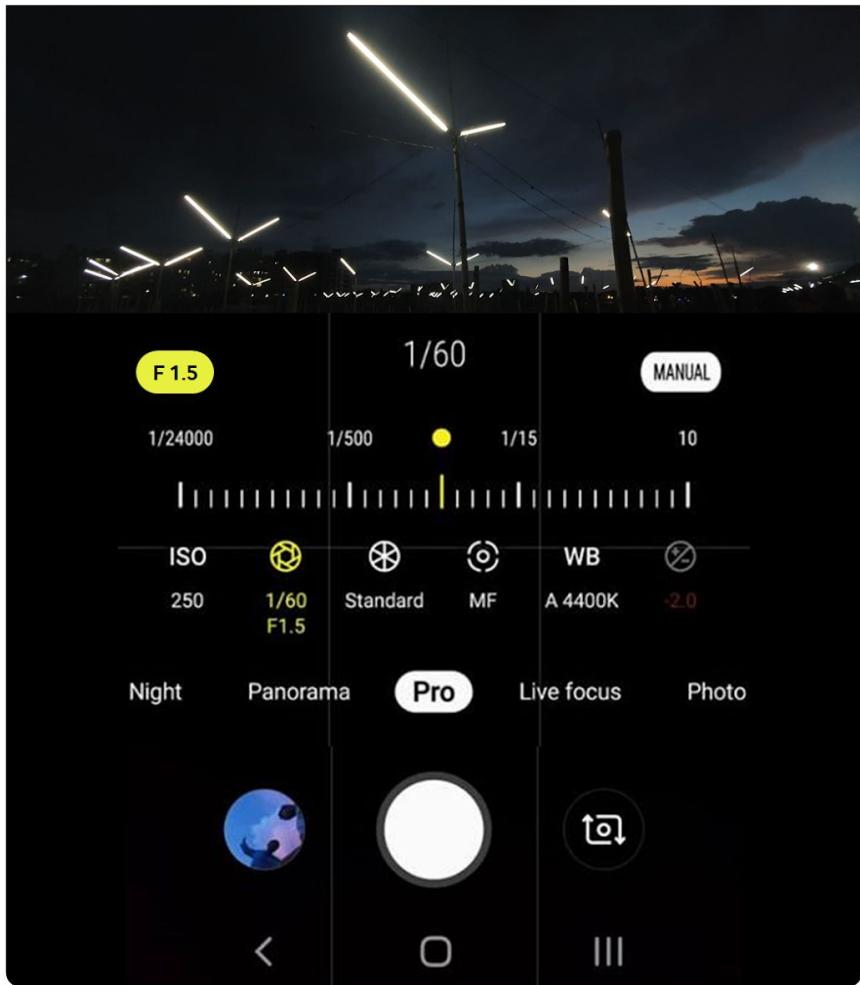
Bixby Vision

AR Emoji



Aperture

আলোর পরিষ্কার তিয়ন্ত্রণ করার কৌশল



অ্যাপারচার | Aperture

একটা লেন্সের আলোর প্রবেশমুখ কতটুকু খোলা থাকবে, সেটাই হল অ্যাপারচার।

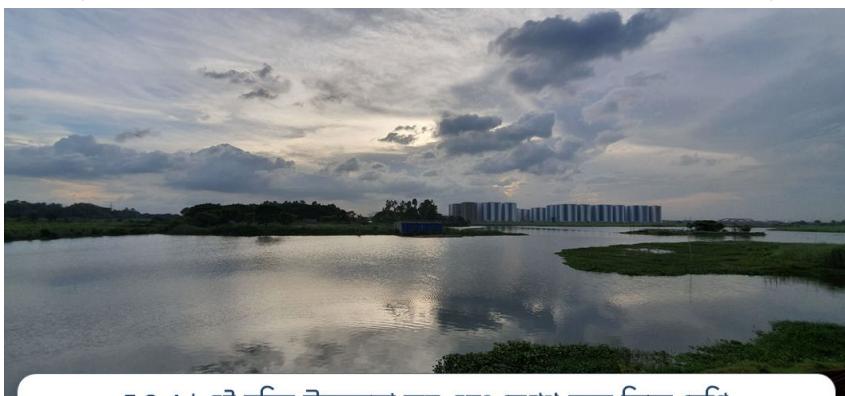
অ্যাপারচার $1.4/1.8$ থেকে $12/18$ কিংবা তার চেয়েও বেশি হতে পারে।

অ্যাপারচার একসাথে দৃঢ় জিনিসে প্রভাব ফেলে।; ডেপথ অফ ফিল্ড আর ব্রাইটনেস।

ডেপথ অফ ফিল্ড বলতে ফোকাসে পরিষ্কার করে দেখা যায় এমন সবচেয়ে দূরের এবং সবচেয়ে কাছের জিনিসের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

অ্যাপারচারের মান বাড়ালে ডেপথ অফ ফিল্ড বাড়ে আর অ্যাপারচারের মান কমালে ডেপথ অফ ফিল্ড কমে।

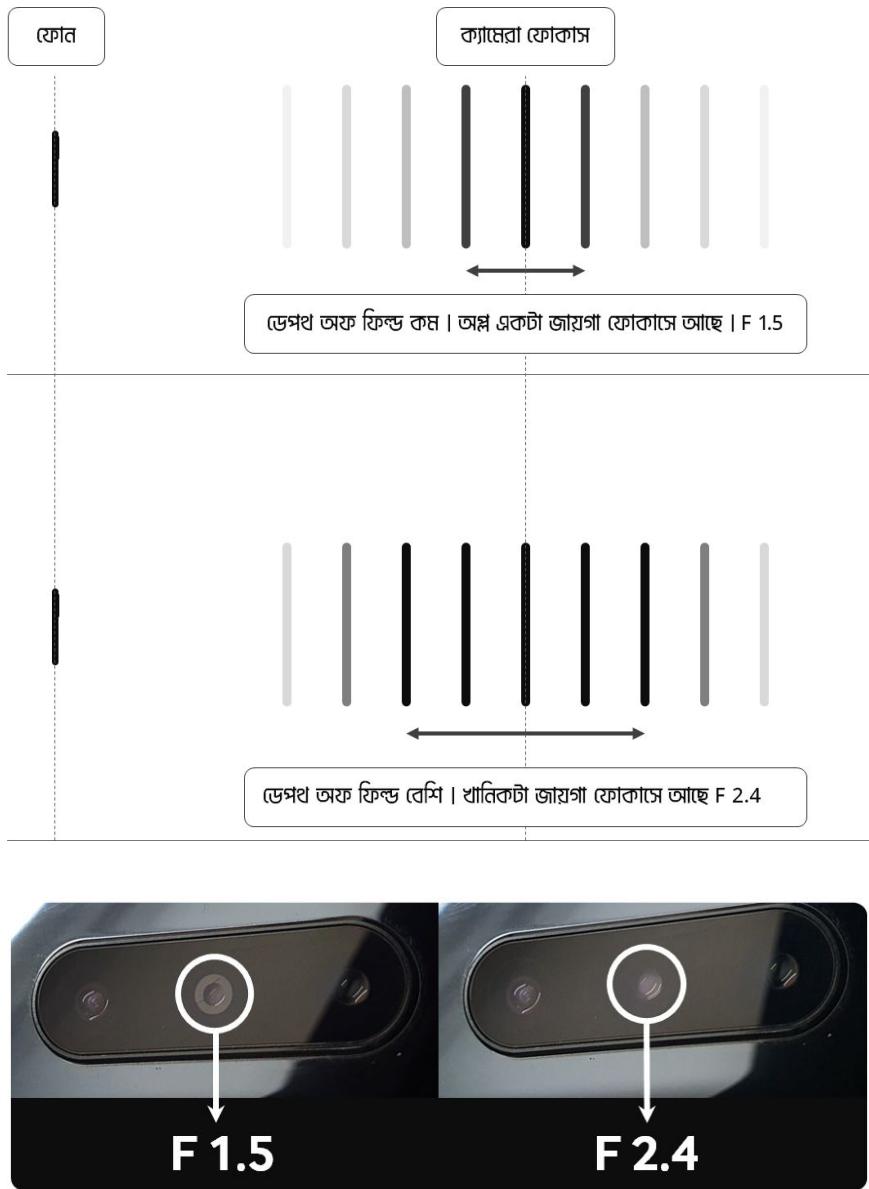
আর অন্যদিকে অ্যাপারচারের সাথে ব্রাইটনেসের বিপরীত সম্পর্ক। অ্যাপারচারের মান বাড়ালে ব্রাইটনেস কমে আর অ্যাপারচারের মান কমালে ব্রাইটনেস বাড়ে।



F 2.4 | এই ছবির উজ্জ্বলতা কম এবং ডেপথ অফ ফিল্ড বেশি



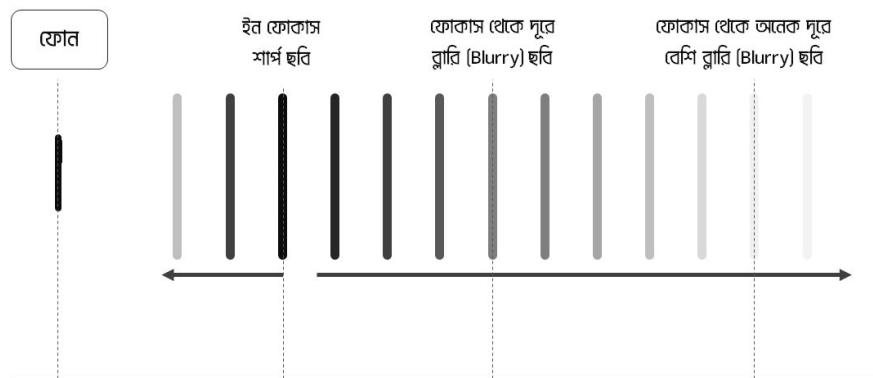
F 1.5 | এই ছবির উজ্জ্বলতা বেশি প্রবং ডেপথ অফ ফোকাস কম



ম্যানুয়াল অ্যাপারচার দিয়ে ব্যাকগ্যাউন্ড ঘোলা করা আর ডিজিটালি ঘোলা করার
মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। ডিজিটালি ঘোলা করলে ফোকাসের সাবজেক্ট ছাড়া
বাদবাকি সব কিছু একই হারে ব্লার হয়ে থাকে। কিন্তু, ঠিকভাবে ম্যানুয়ালি ব্লার
করলে যেই বস্তু যত দূরে, সেই বস্তু তত বেশি ব্লার হবে - এই নিয়মে সবকিছু

এমনভাবে স্লার হয় যেখানে বোমা যায় যে ছবির জিনিসগুলোর মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব কর্ত।

আরেকটা ব্যাপার, যত ওয়াইড অ্যাপ্লেন লেন্স হবে (যেমন 100, 103 ডিগ্রি কিংবা 18mm, 35mm ইত্যাদি), ডেপথ অফ ফিল্ড তত বেশি হবে। অর্থাৎ, ওয়াইড অ্যাপ্লেন লেন্সে প্রায় সব কিছুই ফোকাস থাকে। এগুলো ল্যান্ডস্কেপ ছবির জন্য বেশ ভালো। আর টেলিফটো লেন্সে (যেমন 30, 35 ডিগ্রি 150mm, 260mm ইত্যাদি) ডেপথ অফ ফিল্ড কম হয়। এগুলো পোটেইট ফটোগ্রাফির জন্য বেশ ভালো।



**ফোকাসের ফিল্ড থেকে কোত বস্তু যত
বেশি দূরে থাকবে, তত বেশি ব্লার হবে।**

একলাইনে...

অ্যাপারচার কমালে ব্রাইটনেস বাড়ে আর ডেপথ অফ ফিল্ড কমে এবং অ্যাপারচার বাড়ালে ব্রাইটনেস কমে আর ডেপথ অফ ফিল্ড বাড়ে।

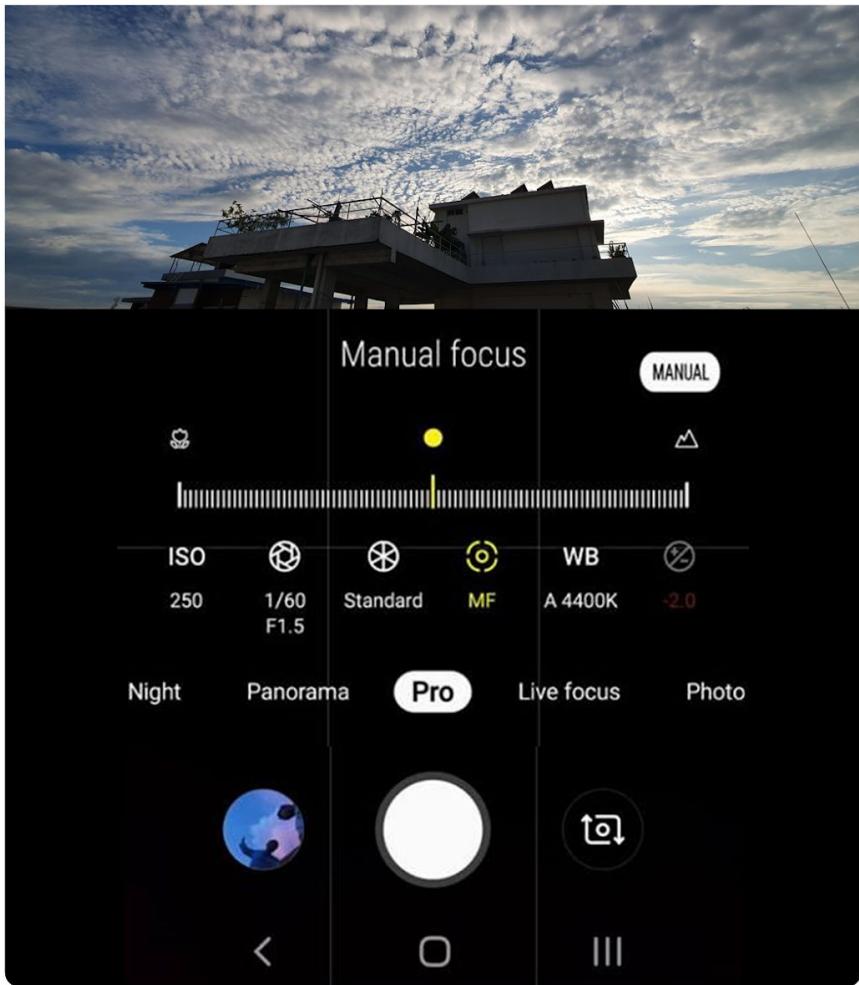
Bixby Vision

AR Emoji



Manual Focus

ছবির ফোকাস তিয়নুণ করার কৌশল



ম্যানুয়াল ফোকাস | Focus

ক্যামেরা যুম করা আর ফোকাস করা এক জিনিস না!

যুম করলে কোন সার্কেস্টকে আরও কাছ থেকে দেখা যায়। আর ফোকাস করলে সার্কেস্টটা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। ফোনের একটা ব্যাপার হচ্ছে এতে প্রায় সবকিছুই ফোকাসে থাকে যদি না প্রো মোড ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ড ন্যার করা হয়। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আপনি অসীম দূরত্বের কোন জিনিসও ফোকাস করতে পারবেন, কিন্তু ম্যাক্রো লেন্স না থাকলে খুব বেশি কাছের (৬-১০সেমি) জিনিস ফোকাস করতে পারবেন না। এখন অনেক ফোনেই ফোকাস করলে ইন্টারফেসে বোৰা যায় যে কোথায় ফোকাস হচ্ছে। যদি এই ফিচারটা না থাকে, তাহলে যুম করে তারপর ফোকাস করলে ফোকাস ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

এই ছবিতে চশমার উপর ফোকাস করা আছে।



এই ছবিতে ঘড়ির উপর ফোকাস করা আছে।



ফোকাস করে ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক ন্যার করার একটা ত্রিক হচ্ছে, ফোকাস যতটা সম্ভব ক্যামেরার কাছে রেখে ছবি তোলা। আপনি ক্যামেরার একদম কাছে সাবজেক্ট

এনে ফোকাস করে ছবি তুললে আর ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক দূরে রাখলে ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক বেশি গ্লার দেখাবে।

প্রো মোডে (Pro Mode) আপনি নিজের ইচ্ছামত ফোকাস করতে পারবেন। কোথায় ফোকাস করছেন সেটা অনেক ইল্টারফেসে সবুজ দাগ দিয়ে কিংবা ভিন্নভাবে স্ক্রিনে দেখিয়ে দেয়া হয়। অনেক সময় ম্যানুয়াল ফোকাস কাজে লাগে যেমনঃ আপনি হ্যাতোবা কোন ল্যান্ডস্কেপ ছবি তুলতে যাচ্ছেন। এখন ক্যামেরার কাছ দিয়ে কোন মানুষ কিংবা অন্য কিছু চলে গেলে অটোফোকাস ভুল করে অনেক কাছে ফোকাস করে ফেলতে পারে। তাই, আপনার যদি সাবজেক্ট নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় থাকে, তাহলে ম্যানুয়াল ফোকাস বেশ কাজে দিবে।

< Camera settings

Tracking auto-focus

Keep the camera focused on the selected subject even if they move.



আর সবসময় যে ফোকাসে থাকা বস্তু স্থির থাকবে এমন তো নয়। সেক্ষেত্রে, ভিডিওতে সারাক্ষণ ফোকাস কল্পোল না করে অটো-ফোকাস ট্র্যাকিং দিয়ে রাখলে চলত বস্তু সবসময় ফোকাসে থাকবে।

একলাইনে...

যেই বিষয়বস্তুর ছবি তোলা হচ্ছে, সেটাকে পরিবেশ ও ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা রেখে শার্প ছবি তোলা।

Bixby Vision

AR Emoji



White Balance

ছবির কালার তিয়ন্ত্রণ করার কৌশল



4000K

MANUAL



ISO



250

1/60
F1.5



Standard



MF

WB

4000K



+2.0

Night

Panorama

Pro

Live focus

Photo



White Balance | হোয়াইট ব্যালেন্স

কোন একটা সাবজেক্টের রঙ বাস্তবে যেমন, ছবিতে ঠিক তেমন নাও আসতে পারে। আপনি হয়তোবা কমলা টাংশ্টেন লাইটে অথবা ফ্লোরোসেন্ট নীল আলোতে কোন ছবি তুলছেন। আপনি একটা সাদা কাগজের ছবি তুললেও, সেটা কমলা আলোতে হাঙ্কা কমলা এবং নীল আলোতে হাঙ্কা নীল লাগবে। ঠিক তেমনি বাকি যে কোন রঙের সাথে নীল কিংবা কমলা শেড মিশে ভিন্ন একটা রঙ হয়ে উঠবে। অর্থাৎ কালার একুরেন্সি থাকবে না।

সার্কেস্টের বাস্তবে রঙ যেমন ঠিক তেমনি রঙ ছবিতেও যেন থাকে, সেটা করতেই হোয়াইট ব্যালেন্স করা হয়। Cloudy, Fluorescent, Shade ইত্যাদি প্রিসেট দিয়ে সহজে হোয়াইট ব্যালেন্স করা যায়। আরও নিখুঁতভাবে করতে কেল্ভিন স্কেলে হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিক করা যায়।

একলাইনে...

ছবির বিষয়বস্তুর রঙ একদম বাস্তবের মত করতে হোয়াইট ব্যালেন্স করা হয়।

ପ୍ରେ ଶୁଣିତେ ପ୍ରକଟ୍ଟେ ତିଲାଭ ଟୋଂଜେଟେ କାଳାର ପ୍ରାମୋଦେ



ପ୍ରେ ଶୁଣିତେ ବାଞ୍ଚାରେ ଜାୟଗାଟୀ ଯମତ, ତେମତ କାଳାର ପ୍ରାମୋଦେ।



ପ୍ରେ ଶୁଣିତେ ପ୍ରକଟ୍ଟେ ହଲୁଦାଭ କମଳା କାଳାର ପ୍ରାମୋଦେ



Timer | টাইমার

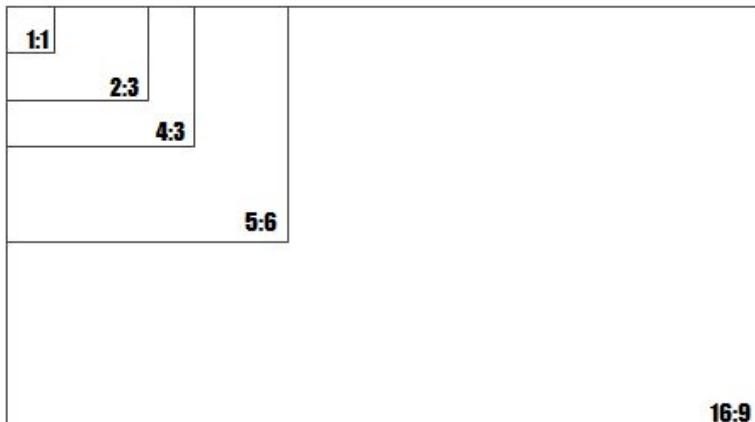
ছবির জন্য ক্লিক করতে গিয়ে অনেকের হাতে ক্যামেরা নড়ে উঠে। ছবি তোলার সময় যাদের হাত কাঁপে, তাদের জন্য টাইমার দিয়ে ছবি তোলা বেশ কাজে দেয়। কোন একটা স্থির জায়গায় রেখে সহজেই টাইমার দিয়ে ছবি তোলা যায়। আর যারা ছবি তুলতে গিয়ে সব সময় ক্যামেরার পেছনেই থেকে যায়, টাইমার তাদের একমাত্র বন্ধু। টাইপ্যাডে ক্যামেরা সেট করে টাইমার দিয়ে দৌড়ে বন্ধুদের সাথে ছবি তোলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ২ সেকেন্ড টাইমার দিয়ে ছবি তুললে ছবি আরও স্টেবল হয়। ক্লিক করে নিশ্চাস বন্ধ করে তাক করলে ছবি একটু হলেও ভালো আসে।

একলাইনে...

ক্লিক করার পর কতক্ষণ পড়ে ছবিটি তোলা হয়, সেটাই টাইমার বলে দেয়।

Aspect Ratio | অ্যাস্পেক্ট রেশিও

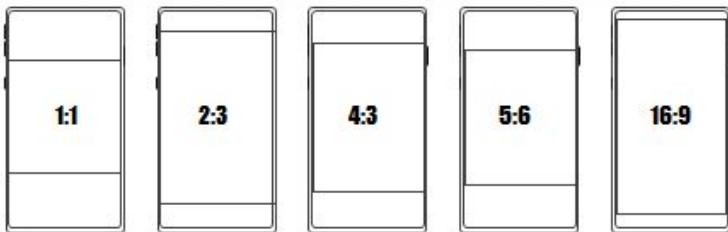
ছবির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাতকে অ্যাস্পেক্ট রেশিও বলে।



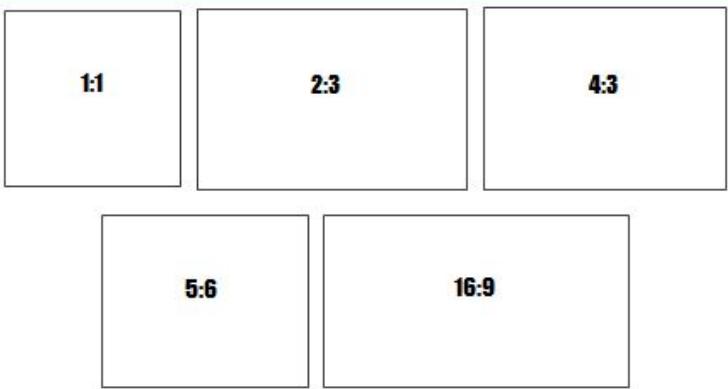
কোন অ্যাস্পেক্ট রেশিওতে ছবি তুলবো, সেটা নির্ভর করছে আমরা কিসের ছবি তুলছি এবং কোন মাধ্যমে ব্যবহার করছি। কিছু আছে পোত্তেইট অ্যাস্পেক্ট রেশিও যেগুলো মানুষের ছবি তোলার ভাল (যেমন ৫:৬ অথবা ৯:১৬)। আর কিছু আছে

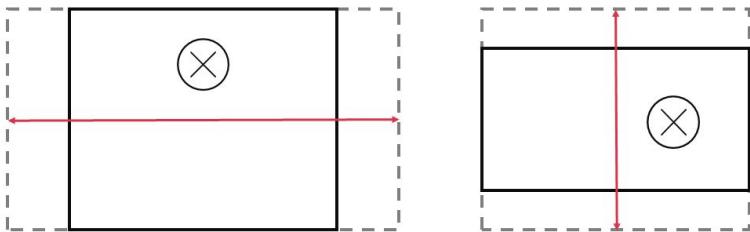
ল্যান্ডস্কেপ অ্যাস্পেক্ট রেশিও যেগুলো কোন জায়গার ছবি তোলার জন্য ভাল (যেমনঃ ১৬:৯ অথবা ১৮:৮)।

অ্যাস্পেক্ট রেশিও ছবির কম্পোজিশানের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একই ছবি, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অ্যাস্পেক্ট রেশিওতে পুরো কম্পোজিশানই বদলে যায়।

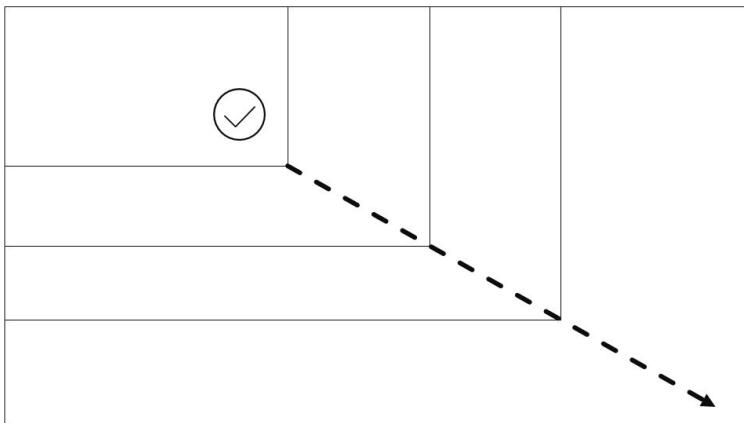


আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা কোন মাধ্যমে এবং কি উদ্দেশ্যে ছবিটা নিচ্ছি। যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের ছবি দেয়ার জন্য পোত্রেইট মোড বেশি কার্যকরী। আবার কভার পিকচার কিংবা বিলবোর্ডের জন্য ল্যান্ডস্কেপ মোড বেশি কার্যকরী।





ছবি কখনই খালি দৈর্ঘ্য কিংবা প্রস্থ বরাবার টেত ছোট বড়-করবেত তাঁ। এতে জায়গামত ছবি ফিট শলও, দখাতে খুবই বাজ লাগে। তাই, ছবির কোণা বরাবার টেত দৈর্ঘ্য-প্রস্থের প্রকাই অনুপাত (Aspect Ratio) বজায় রেখে ছবি ছোট-বড় করবেত। এই ধিওরি শাফিক ডিজাইনিং-প্রয়োজন প্রযোজ্য।



একলাইনে...

অ্যাল্পেক্ট রেশিও হল ছবির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত। ছবি যদি বড় কিংবা ক্রম করে ছোট করতে হয়, আমরা যেন সব সময় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত একই রেখে চেঙে করি।

ছবি জমাবো কোথায়?

নতুন ফোন কিনলে স্পেসের কথা ওতো মাথায় আসে না। আপনি যদি র (RAW) ফরম্যাটে শুট করতে থাকেন, তাহলে খুব দ্রুতই স্পেস ভর্তি হয়ে যায়। সমস্যা হয় কোনো ডিপে গেলে। ভিডিও করতে করতে হঠাত দেখেন স্পেস শেষ। এমন অবস্থায় ডিপের মজার ভিডিও রেকর্ড করবেন নাকি আগে তোলা শখের ছবিগুলো ডিলিট করবেন?

তাই পারলে সবসময় আপনার ছবিগুলো ক্লাউডে রাখবেন। আরও ভালো হয় যদি প্রতিনিয়ত আপনার তোলা ভালো ছবিগুলো পোর্টফলিওতে টুকে রাখেন। তাহলে স্পেস ক্লিয়ার করার জন্য ছবি ডিলিট করার সময় যেন ভালো ছবিগুলো বাদ না দিতে হয়।

পোর্টফলিও (Portfolio) কীভাবে বানাবেন?

পোর্টফলিও হচ্ছে আপনার সেরা কাজগুলোর একটা অ্যালবাম। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্লায়েন্টকে পটানো!

পোর্টফলিও যে একদম একটা ফটো ডকুমেন্ট বানিয়ে করতে হবে এমন কোন কথা নেই। মডার্ন যুগে মডার্ন সলুশানও আছে।

আপনার ইলেক্ট্রনিক প্রোফাইলটা গুছিয়ে আপলোড করলেই কিন্তু আপনার একটা লিভিং এন্ড ব্রিদিং পোর্টফলিও হয়ে গেলো। পাবলিক পোর্টফলিও একদম। চাইলেই বুস্ট করে নিজের পোর্টফলিও অনেকে সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন। একই কাজ করতে পারেন আপনার সাজানো ফেসবুক পেজ দিয়ে। কিংবা আরও পেশাদার হতে চাইল Dribble কিংবা ShutterStock এ একটা শক্তপোক্ত পোর্টফলিও তৈরি করে ফেলেন।

তাই দেরি না করে পোর্টফলিও বানিয়ে ফেলুন। আর, প্রতি একমাসে পোর্টফলিও আপডেট করতে থাকুন।

RAW Format এ ছবি কেন তুলবো?

যারা RAW Format এ ছবি তুলছেন, তারা জানেন যে RAW Format এ ছবি তুললে অনেক বেশি জায়গা (MB) নেয় ছবিগুলো। তাই অনেকে হয়তো খামোখা RAW Format এ ছবি তুলতে চান না। এমন যাদের চিন্তা তাদের জন্য বলে রাখা দরকার যে RAW Format টা আসলে কেন জরুরি।

RAW Format এ ছবি তুললে ছবির অনেক বেশি ডিটেইল সংরক্ষণ করা থাকে। আপনি যখন এডিট করতে যাবেন, তখন আরও ভালভাবে এডিট করা যায়। একদম সাদা কিংবা অঙ্ককার জায়গা থেকেও বেশ কিছু ডিটেইল ফেরত আনা যায়। তাছাড়া ছবির মানও অনেক ভালো হয়। পেশাদার ফটোগ্রাফাররা সাধারণত RAW Format এ ছবি তুলেন যাতে এডিটিং-এর সময় পূর্ণ স্বাধীনতাটা থাকে।

তাছাড়া আপনি যখন অনলাইনে ছবি বিক্রি করবেন, তখন অনেক সময় ইন্টারেক্শনের মতিঝিকেশনের জন্য আপনাকে RAW Format টাও দিতে হতে পারে। তাই, গুরুত্বপূর্ণ ফটোসেশন হলে RAW Format ভাল কাজে দেয়। তবে RAW Format এ ছবি তুলতে গিয়ে যাতে স্টোরেজ-ই শেষ না হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখা দরকার।

ছবির মডেলরা হাসে না কেন?

খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু একটা ব্যাপার আজকে থেকে খেয়াল করলে দেখবেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন বিলবোর্ড কিংবা পেপারের বিজ্ঞাপনে মডেলদের মুখে হাসি থাকে না। মুখে একটা নিরপেক্ষ অভিযান্ত্রি থাকে কেবল। এখন, আমরা তো সবাই জানি যে আমাদের সবচেয়ে সুন্দর অলঙ্কার হচ্ছে আমাদের মুখের হাসি। ছবির সামনে সবচেয়ে সুন্দরভাবে নিজেদের উপস্থাপন করাই যাদের পেশা, তারা ব্যাপারটা জেনে শুনেও কেন হাসে না?

কারণটা খুব সিম্পল। একটু মানুষের সাইকলজির ব্যাপার আছে। আর তা হল আমাদের মনোযোগ কোথায় যাবে সেটা নির্ধারণ করে দেয়া। আমরা হাসির দিকে সহজাতভাবে আকৃষ্ট হই। হাসির দিকে বেশি দৃষ্টি গেলে মডেল যেই পোশাক পড়ছে, সেটা তো গৌণ বিষয় হয়ে গেল, তাই না! এজন্যই মডেলরা কাপরটার দিকে যাতে সবচেয়ে বেশি নজর যায় সেজন্য একটা শূন্য অভিযান্ত্রি দিয়ে পোস দেয়। ফটোগ্রাফির বইয়ে পপ সাইকেলজির কথা কেন বলছি? কারণ, ফটোগ্রাফি কেবলমাত্র সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য নয়, এর শৈলিক ও ব্যবহারিক আরও অনেক মাত্রা আছে।

ফটোগ্রাফারদের চিরকালের দুঃখ

বন্ধুমহলে ফটোগ্রাফারদের একটা দাম থাকে। দাম থাকে কারণ কোন ইভেন্টের দিন হাজারো লাইক কুরানো প্রোফাইল তুলে দিতে এসব ফটোগ্রাফার বন্ধুদের বিকল্প নেই। কিন্তু সবার ছবি যে তুলে দেই, সেই ফটোগ্রাফারের ছবি দিন শেষে তো আর কেউ তুলে না। বন্ধুমহলে সবার যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করা ভাল প্রোফাইল পিকচার, সেখানে একমাত্র গ্রামারহিন পচা প্রোফাইল পিকচারের মালিক ফটোগ্রাফার স্বয়ং। ‘কেন! আরেকজনকে ক্যামেরাটা ধরিয়ে দিলেই তো হয়!’ তাই কি? আরেকজনকে ক্যামেরা ধরিয়ে দেয়া যায় ঠিকই। এবং সে ক্লিক করে ছবিও তুলতে পারবে। কিন্তু,

ছবিটা ওত সুন্দর হয় না। হয় ব্যাকগ্রাউন্ডে ডাস্টবিন নয়তো এলাইনমেন্ট খুবই বাবে আসে। কারণ, ছবি তোলা থালি শাটার বাটন ক্লিক করাই নয়, বরং এর মাঝে আছে ফটোগ্রাফারের নিজের মন থেকে দেখা সৌন্দর্য, কোশলগত নিখুঁততা। তাই বলে কি ফটোগ্রাফারদের নিজেদের কোন ভাল ছবি হবে না কেবল মাত্র অন্যরা ঠিকমত ছবি তুলতে পারে না এজন? অবশ্যই না! এই সমস্যার সমাধানের জন্যই তো এই বই। পড়া শেষ হলে কিংবা জন্মদিনে বন্ধুবান্ধবকে গিফট করুন এই বই। আমাদেরও লাভ, আর আপনারও লাভ যে সামনে থেকে বন্ধুর হাতে ছবির মাল একটু হলেও ভাল হবে। কি বলেন!

ফটোগ্রাফির সাইড ইফেক্ট

অনেকেই হয়তো সেলফি নিয়ে মানুষের আসঙ্গি নিয়ে বিরক্ত। কিংবা ছবি তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনার থবরও কম নয়। তাই, ফটোগ্রাফির সাইড ইফেক্টের কথা বললে অনেকের মাথায় বোধয় একটা নেতিবাচক চিন্তাই প্রথমে আসে। কিন্তু আমরা চাই একটা ইতিবাচক সাইড ইফেক্টের কথা বলতে।

যারা ফটোগ্রাফি করেন, একটা ভাল ছবির সন্ধানে থাকেন তারা সব সময়। কখন কোন এঙ্গেল দিয়ে কিসের দিকে টাক করলে দার্কণ একটা কম্পেজিশন হয়ে যাবে এই চিন্তায় তারা থাকেন। এবং এভাবেই তাদের চোখে, পাতার আড়ালে থাকা সুন্দর একটা ছোট গোলাপি ফুল কিংবা দুই দালানের মাঝে বিরাটাকার ডুবন্ত বিকেলের সূর্য ধরা পড়ে।

এভাবেই চমৎকার ফ্রেমের সন্ধানে থাকার কারণে সাইড ইফেক্ট হিসেবে তারা অনেক বেশি পর্যবেক্ষণশিল মানুষ হয়ে উঠেন। শান্তি চোখের কারণে, চিরচেনা পরিবেশে সাধারণ মানুষের চেয়েও বেশি জিনিস ধরা পড়ে তাদের চোখে। প্রকৃতির লুকানো অনেক সৌন্দর্য নিজেদের আড়াল করে রাখে কেবলমাত্র এই সদা-কৌতুহলী চোখগুলোর জন্য।

হ্যাঁ, ফটোগ্রাফি করতে গিয়ে বিপদ আছে ঠিকই। কিন্তু, এটাও অঙ্গীকার করা সম্ভব নয় যে, ফটোগ্রাফি আপনাকে আপনার পৃথিবীকে আরও গভীরভাবে দেখতে শেখায়।

ফটোগ্রাফার হিসেবে কীভাবে নিজের প্রচারণা বাড়াবো?

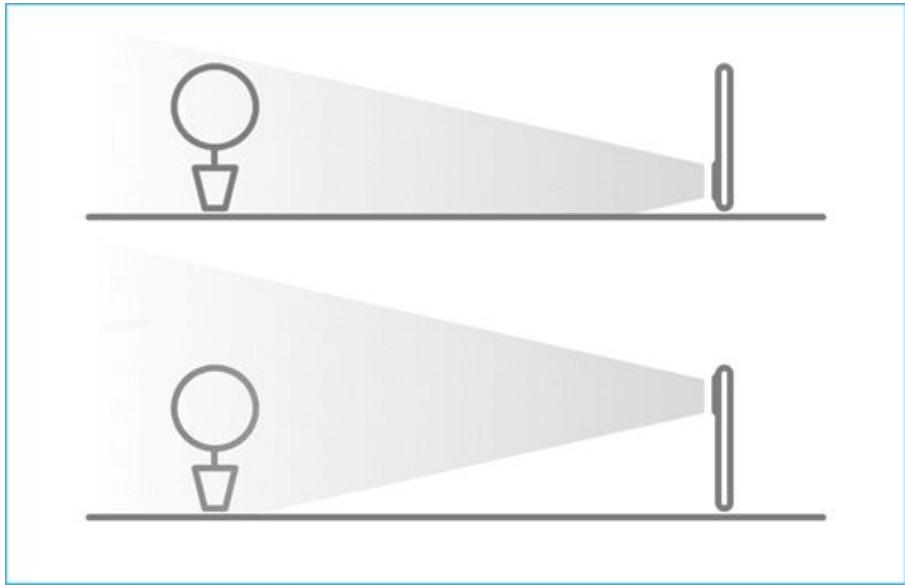
টুকটোক ফটোগ্রাফি দিয়ে শুরু করেছেন। ধীরে ধীরে অনেকটাই বুঝে ফেলেছেন। আপনার বেশ কয়েকজন বন্ধুর সবচেয়ে সুন্দর প্রোফাইল পিকচারটি আপনার হাতে তোলা। এখন পর্যন্ত আপনার ফটোগ্রাফির দৌড় মানুষের ছবির ক্রেডিট সেকশন পর্যন্ত। আপনি চাচ্ছেন ক্রেন্ড সার্কেলের বাইরের মানুষও আপনাকে ফটোগ্রাফির জন্য চিনুক। কিন্তু, কীভাবে করবেন নিজের প্রচারণা?

খুবই সিম্পল! আপনার এলাকার কোন ইভেন্ট কিংবা স্কুল, কলেজ অথবা কোন ভাস্তরির প্রোগ্রামে প্রায়ই দেখবেন হাই-প্রোফাইল মানুষের আনাগোনা থাকে। আপনি একদম ফ্রিতে তাদের খুব সুন্দর করে ছবি তুলে দেন। পারলে আরও সুন্দর করে তাদের সেশন রেকর্ড করে এডিট করে ফেলেন। তারপর তাদের কাছে পাঠ্টয়ে দিন। ‘ভাইয়া/আপু! আপনার জন্য আমার পক্ষ থেকে ছোট একটা গিফ্ট। ফটোগ্রাফির নেশা আমার। সামনে আপনার কিংবা পরিচিত কারও ফটোগ্রাফার কিংবা ভিডিওগ্রাফার লাগলে আমাকে বলতে পারেন। আমার নাম্বার +8801400373965 এবং মেইল sadmansadikofficial@gmail.com। আপনার জন্য শুভকামনা রইল।’

মাটির কাছে চলে যান!

ফিলোসফিকালি বলছি না! আসলেই! আপনি আপনার লেন্স যত মাটির কাছে রাখবেন, পারস্পেক্টিভটা তত বেশি জোরালো হবে। অনেকে মাটির সাথে ফোন লাগিয়ে ছবি তুলেই শেষ সাঙ্গ টানেন। কিন্তু, ব্যাপারটিকে আরও জোরালো করা যায় জিনিসপ্ত একটু উল্টে দিলে। মানে, মুঠোফোন উল্টে ধরলেই কিন্তু ফোনের লেন্স মাটির আরও কাছে চলে যায়। পার্থক্যটা চোখে পড়ার মত। এবং হ্যাঁ! এটা কিন্তু খালি স্মার্টফোনেই করতে পারবেন কারণ ডিএসএলআরকে উল্টে তো আর মাটির বেশি কাছে যেতে পারবেন না!





ফটোগ্রাফি করে কীভাবে আয় করবো?

মূলত ফটোগ্রাফি থেকে দুইভাবে উপার্জন হয়। একটা হচ্ছে প্রফেশনাল শুট করে। আর অন্যটা হচ্ছে স্টক ফটো কিংবা ভিডিও বিক্রি করে। এখন সেটাই আরেকটু বিস্তারিতভাবে জেনে নেইঃ

- ১। মোবাইল ফটোগ্রাফির সব থেকে বড় মার্কেট হচ্ছে স্টক ফটোগ্রাফি মার্কেট। এখানে আপনার ছবি দিয়ে রাখবেন এবং প্রতিবার যথন কেউ আপনার ছবি কিনবে, আপনি রয়্যালটি বাবদ অর্থ পেতে থাকবেন। একবার ছবি তুলে বাকি জীবন উপার্জন করুন। প্যাসিভ ইনকামের দারুণ একটা সুযোগ এটি।
- ২। মোবাইল ফটোগ্রাফির মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন থাকবেন? স্টক ভিডিওগ্রাফি করতে পাড়েন। বরং অনেক ক্ষেত্রে ভিডিও ফুটেজের জন্য ছবির চেয়ে অনেকগুণ বেশি অর্থ পাবেন।
- ৩। ফটোজার্নালিসম করেও আপনি ক্ষেত্র-বিশেষে উপার্জন করতে পারেন। এমন হঠাত করে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যেটা ক্রেমবন্দি করার জন্য ডিএসএলআর হাতে কেউ দাঁড়িয়ে ছিলেন না। আপনার ফোনে তোলা ছবিটাই যদি ঘটনার একমাত্র ছবি হয়, তাহলে সেটা বেশ ভালো একটা মূল্যে আপনি সংবাদমাধ্যমে কারও কাছে বিক্রি করতে পারবেন।

৪। আপনি মোবাইল দিয়েই এখন অনেকে ইন্টারনেটে ভিডিও বানাচ্ছে। ফেসবুক, ইউটিউবে কন্টেন্ট মের্কিং এবং মার্কেটিং-এর বাজার কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলছে। আমরা যদিও ফটো এবং ভিডিওর কাজ করি, কিন্তু অনলাইন জগতে কিন্তু আমাদের কাজের ব্যাপক একটা অংশ চলে এসেছে। তাই, মোবাইলের মাধ্যমে কন্টেন্ট বানিয়েও ইউটিউব, ফেসবুক থেকে উপর্যুক্ত করা সম্ভব। বিশেষ করে কন্টেন্ট দিয়ে মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিং-এর কাজ করতে পারলে সুযোগ আরও অনেক বেশি।

৫। মোবাইল ফটোগ্রাফি দিয়ে কম্পিউটিশন হচ্ছে ইদানীং। এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মাঝে-মধ্যে ভালো একটা পুরস্কার হাতে চলে আসবে। এতে পোর্টফোলিও যেমন একদিকে ভালো হবে, তেমনি পকেটও ভারী হয়ে যাবে।

ছবি চুরি!

অনলাইনে কোন ছবি পেলে আমরা অনেকে সেটাকে নিজের সম্পত্তি ভেবে ব্যবহার করা শুরু করি। কিন্তু, ছবি ব্যবহার করতে যে অনুমতি লাগে এবং সেটা না জানলে যে বিপদ, সেই ব্যাপারে অনেকেই একদম অঙ্ক। এখন বিনা অনুমতিতে ছবি ব্যবহার না করার অভ্যাস করতে অনেক সময় লাগবে এখনও। তাই, আপাতত সময়ে কীভাবে নিজের ছবিকে সংরক্ষণ করবেন, সেই বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন।

১। অনলাইনে যখনই ছবি আপলোড দিবেন, ওয়াটারমার্ক করে আপলোড দিবেন। এমনভাবে ওয়াটারমার্ক করবেন যেন ছবিটা ক্রপ করে ওয়াটারমার্ক সরাতে গেলে ছবির কম্পোজিশনই নষ্ট হয়ে যায়।

২। ছবির মেটাডাটা এডিট করে ছবি আপলোড দিবেন। মেটাডাটা হচ্ছে ছবির সেই সব তথ্য যেগুলো ছবির ফাইল ডিটেইলে লিখা থাকে।

৩। সব থেকে ভালো হত যদি ছবির কপিরাইট করা যেত। সমস্যা হচ্ছে এখন আমরা এতো ছবি তুলি যে, কপিরাইট করতে গেলে সেটার পেছনেই অনেক দৌড়াতে হবে। তাই, সবগুলো ছবি না হলেও; নিজের সেরা যেই ছবিগুলি, সেগুলো অন্তত যেন আমরা কপিরাইট করে রাখি।

ছবি তোলার পারমিশন

একদিন ফেসবুকের জমে থাকা কিছু মেসেজ দেখছি। একটাতে দেখলাম আমার একটা ছবি। ছবিতে আমি একটা রেস্টোরাঁয় বসে একা একা থাক্কি। ছবি যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি কমেন্ট করেছেন যে তিনি আমার কাজের বেশ ভক্ত। এই অবস্থায় আমার মনে

মিশ্র অনুভূতি। একদিকে আমি খুশি যে কেউ একজন আমার কাজ পছন্দ করেন। কিন্তু, একই সাথে একটা ব্যাপারে আমি একটু ভয় পেলাম যে, আমার কি না কি সব ছবি কতজনের কাছেই বা আছে আমার অজানায়। এটা একদম সরাসরি প্রাইভেসির উপর আক্রমণ। আমাদের দেশে প্রাইভেসিকে মানুষ আমলেই নেয় না। কারও স্ক্রিনশট বের হলে সেটা পাবলিক প্রপার্টির মত আমরা সবাই শেয়ার করি যদিও সেটা আইনত দণ্ডনীয় সাইবার ক্রাইম!

আমার মূল কথা হচ্ছে, আপনি কারও ছবি তুলতে চাইলে কিংবা কারও ছবি শেয়ার করতে চাইলে অবশ্যই তার অনুমতি লাগবে। আমার কাছে এসে যদি আমাকে বলতো একটা ছবি তুলতে, তাহলে আমি তুলতাম। কিন্তু, না বলে একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি তোলাটা ভালো নিয়তে হলেও, খারাপ কাজ। এমন খালি একবার না, বাসে একদিন ঝুলে ঝুলে যাচ্ছি, সেটার ছবি একজন তার টাইমলাইনে আমাকে না জানিয়ে আপলোড দিয়েছে। জানালাম কীভাবে? ফেসবুকে আমার চেহারা দেখে আমাকে ট্যাগ করেছে এবং সেখান থেকে আমি পোস্টটা দেখেছি। তারা খারাপ কোন উদ্দেশ্যে করে নি জন্য তাদের কিছু বলি নি, কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাইভেসির ব্যাপারটা আমাদের সিরিয়াসলি নিতে হবে।

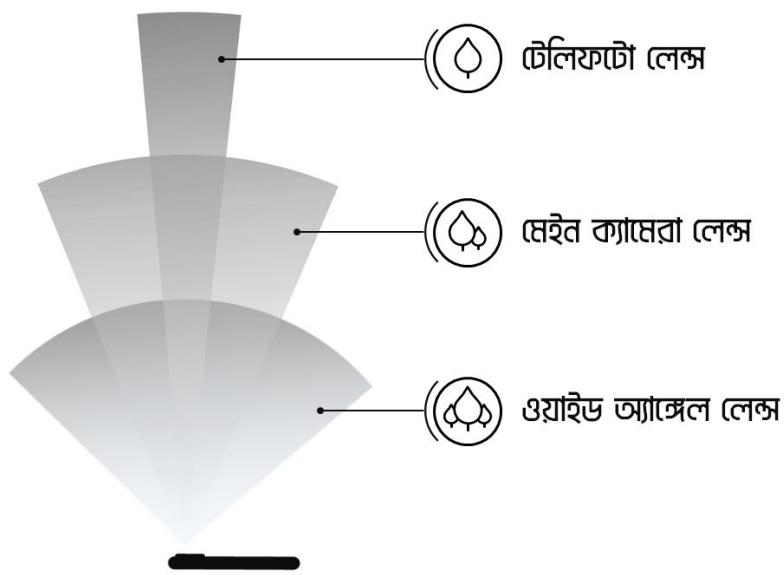
আমাদের মধ্যে আরেকটা ধারণা আছে যে ফেসবুকে কোন ছবি দিলে সেটা আমি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারি। আমাদের কিন্তু মোটেও সেই অধিকারটা নেই। আরেকটা কেস তুলে ধরি। কোন ছবির শেয়ার অপশন আছে, তাই বলে যে আপনি না ভেবে শেয়ার দিবেন এমনটা কিন্তু ঠিক না। মনে করেন কেউ তার বাচ্চার ছবি দিল। আপনি চাইলেই সেই বাচ্চার ছবি অন্যকে পাঠাতে পারেন না, কারণ সেটা কোন ছেলেধরার কাছেও যেতে পারে।

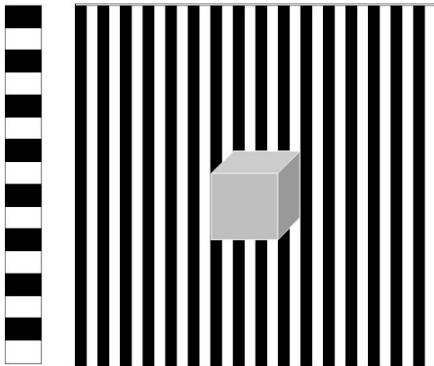
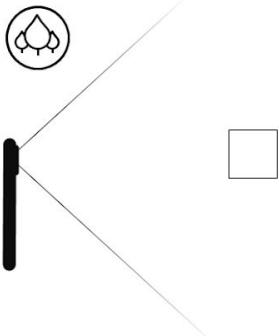
ইদানীং অনেকেই তারা যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানকার ছবি তুলছেন, চেক ইন দিচ্ছেন। আগে ছেলেধরাদের অনেক দিন ফলো করে কাজে নামতে হত। এখন মানুষ নিজে থেকেই জানিয়ে রাখে সে কোথায় আছে, তার বাচ্চা কোথায় আছে, কখন তার বাচ্চা কোন রাস্তা দিয়ে কোন কোচিং-এ যায় এসব ডিটেইল। বিপদ যে কোন কর্ণারে আছে, সেটা আমরা নিজেরাও জানি না।

তাই, আজকে থেকে পারলে নিজের এবং আপনার আশপাশের মানুষের প্রাইভেসি আরেকটু সতর্কভাবে ম্যানেজ করুন।

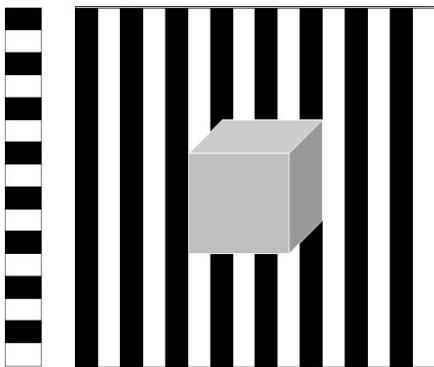
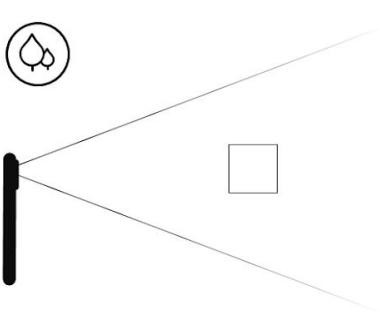
মোবাইল লেন্স

একেকটা লেন্স একেক কাজে ভালো ধরণের ফলাফল দেয়।

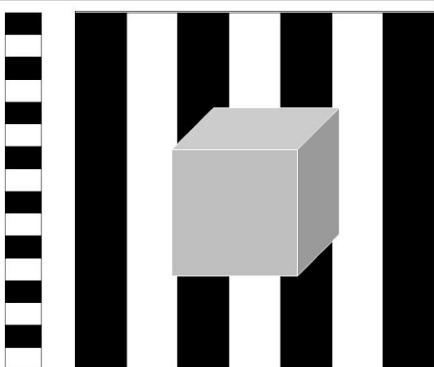
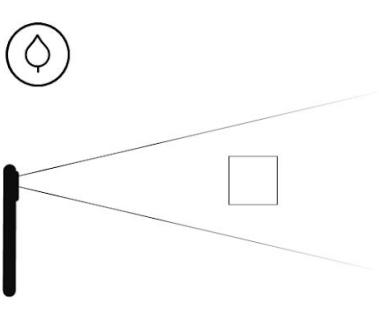




পেছতের অতকাটুকু ব্যাকগ্রাউন্ড আসছে প্রথং সারজেক্ট খাতিকটা চ্যাপ্টী লাগছে।



পেছতের মোটামুটি ব্যাকগ্রাউন্ড আসছে প্রথং সারজেক্ট তর্মাল লাগছে।



পেছতের ব্যাকগ্রাউন্ড অতক রস্ত আসছে প্রথং সারজেক্ট অতক রড় লাগছে।



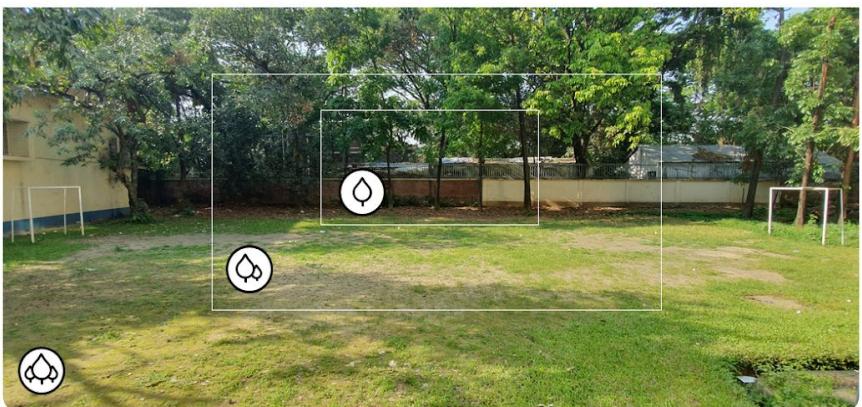
ଓয়াইড
অ্যান্ডেল লেন্স



ওয়েইট ক্যামেরা
লেন্স



টেলিফটো
লেন্স



Wide Angle Lens কেন লাগবে? একটু পেছনে দাঁড়িয়ে ছবি তুললেই তো হয়!

গাড়ির ভেতরে কোন ছবি তুলতে হলে পেছনে যাবেন কীভাবে? কিংবা একটা ছোট রুমে ফুল-বড়ি ছবি তুলতে হলে পেছাবো কোথায়? Wide Angle Lens খালি বড় একটা ফিল্ডের ছবিই তুলে না, এই লেন্স ছোটখাটো জায়গায় বেশ কার্যকরী। তাছাড়া Wide Angle Lens একটু মজা করে ব্যবহার করলে বেশ দারুণ কিছু Perspective পাওয়া যায়। আর ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফির জন্য তো Wide Angle Lens না হলেই নয়।



Telephoto Lens কেন লাগবে? একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে ছবি তুললেই তো হয়!

১০ তালার কোণায় একটা সুন্দর বাগান। ৮তালায় বাগানের কাছে গিয়ে ঝুলবেন কীভাবে? কিংবা বাসে বসে আছেন হয়তবা, দূরের একটা সুন্দর দোকান ক্রপ না করে কীভাবে ক্যামেরাবন্দী করবেন? আসলে Telephoto Lens খালি দূরের ছবিই তুলে না, এই লেন্স ফোকাসের বস্তুর পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডের কম্পোজিশন আরও সুন্দর করে। আর পোত্তেইট এর জন্য ফ্ল্যাট ছবিও Telephoto Lens দিয়ে বেশি সুন্দর আসে।

ব্যাতিক্রমি দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে তৈরি করবো?

আমাদের চিরচেনা পৃথিবীকেও ফটোগ্রাফাররা আমাদের সামনে একদম

নতুন কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন। এখন যারা শুরু করছেন, তারা কীভাবে এই ব্যাতিক্রমি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবেন? একটা সিম্পল মেথড ফলো করুন।

‘এমন জায়গা থেকে ছবি তুলেন,
যেই জায়গা থেকে চোখ দিয়ে দেখা হয় না।’

একটা টেবিল আমরা সবাই দেখেছি, কিন্তু ড্রয়ারের ভেতর থেকে দুনিয়াটা কেমন দেখায়, এটা কি কখনও দেখেছি? তাই মনে করেন একটা টেবিলের ড্রয়ারের ভেতর থেকে ছবি তুলেন যেখানে আপনার চোখ দিয়ে দেখতে পারবেন না।

মানুষ সাধারণত তাদের চোখের লেভেল থেকে ছবি তুলে। আমরা পৃথিবীকে দেখিও আমাদের চোখের লেভেল থেকে। তাই চোখের লেভেল থেকে ছবি তুললে চোখে যা দেখি, ঠিক সেটাই ছবিতে দেখতে পাবো। কিন্তু মনে করেন একটা ফুলের ছবি বসে নিচে থেকে তুললাম, তাহলে সেটা ভিন্ন হবে, কারণ সবাই তো আর হাঁটু গেড়ে বসে নিচ থেকে তাকিয়ে কোন মাঠের ঘাসফুল সাধারণত দেখে না।

সেরা ক্যামেরা

চেস জারভিসের একটা বিশ্ববিখ্যাত উক্তি আছে:

“The best camera is the one that you have with”

আমরা ইদানীং অনেক বিজ্ঞাপন দেখি ক্যামেরার। কোনটা শত মেগাপিক্সেলের, কোনটা সুপার-স্লো মোশন ভিডিও করতে পারে, কোনটা অগমেন্টেড রিয়েলিটি ফিল্টার আনতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু, এতসব দিয়ে কী হবে যদি কাজের সময় ক্যামেরাটি আপনার হাতে না থাকে? অনেক ভালো ক্যামেরা আপনার থাকতে পারে, কিন্তু সব সময় কি সেটা আপনি নিজের সাথে বহন করতে পারেন?

দুটো বিল্ডিং-এর মাঝে সূর্যাস্ত হচ্ছে এবং ওই পথ দিয়ে একটা বিমান যাচ্ছে। এমন অবস্থা আপনি তো দুনিয়ে পস (Pause) করে দৌড় দিয়ে বাসা থেকে ডিএসএলআর এনে ছবি তুলতে পারবেন না। পৃথিবীর অসাধারণ মুহূর্তগুলো বলে কয়ে আসে না এবং সবগুলোর জন্য আমরা ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়েও থাকি না। তবে, সাথে ডিএসএলআর না থাকলেও এখন তো আমাদের সবার পকেটেই এখন আমরা মুর্ঠাফোন রাখি। এবং এই মুর্ঠাফোনগুলো দিন দিন আরও অসাধারণ হয়ে উঠছে। ডিএসএলআর দিয়ে হয়তবা স্টুডিওতে অনেক ছবি তুলেছি। কিন্তু, আমার নিজের প্রিয় কিছু আকাশ এবং প্রকৃতির ছবি আমার মুর্ঠাফোনে তোলা।

আমার ভ্রমনের মজার একটা কাহিনী শেয়ার করি। তো সবার গেছি মালেশিয়ায়। সেখানে গিয়ে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের সামনে ছবি তুলতে ইচ্ছে হলো। সেখানে কিছু মানুষ থাকেন যারা অন্যদের ছবি তুলে দেন সামাজিক অর্থের বিনিময়ে। আমি এমনই একজনকে বললাম যেন আমার মুর্ঠাফোন দিয়ে একটা ছবি তুলে দেন। এখন এই মানুষগুলোর কাজই হল, ডিএসএলআর দিয়ে ছবি তুলে টাকা উপর্যুক্ত করা। তাই, সে আমাকে অঙ্গুহাত দিতে থাকলো যে, মোবাইলের ক্যামেরায় এতো উচু টুইন টাওয়ার আঁটবে না। আমি চুপচাপ শুনলাম, তারপর আসতে করে গিয়ে মোবাইলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল মোডটা অন করে তার হাতে তুলে দিলাম। সেদিন আর ছবি তুলতে ডিএসএলআর লাগেনি!

তাই, আপনি যদি ডিএসএলআর এবং মুর্ঠাফোনের ক্যামেরার ভারিকির মধ্যে খুব একটা আবক্ষ হয়ে না যান, তাহলে কেবল মুর্ঠাফোন দিয়েই সেরা কিছু ছবি তুলে ফেলতে পারবেন।

ফোন দিয়ে কাজের কাজ

একদিন এক ক্লায়েন্টের জন্য শুট করছি। খুব সম্ভবত আমার লেন্স ক্যাপটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। আমি ক্যাপটা তুলতে ঝুঁকতে গিয়ে খেয়াল করলাম যে আমার কাঁধের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটির ফিল্টা সরে গেছে। ক্যাপটা নিয়ে উঠতে যাবো, আর তখনই আমার চোখের সামনে স্লো-মোশনে আমার দাঢ়ী ডিএসএলআর ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটি পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। খুবই কষ্ট লেগেছিল। কিন্তু, কাজ তো তবুও করতে হবে। পরে একটা গলিতে শুট ছিল। খুব চাপা একটা জায়গায় শুট

করতে হলে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স লাগে। কিন্তু, আমারটা তো আমি ভেঙ্গে ফেলেছি। তাই, তখন কি করা যায় ভাবতে গিয়ে দেখলাম আমার মূর্ঠোফোনে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স আছে। সেটা দিয়ে ভিডিও করে ফেললাম। এবং সেই পেশাদার কাজে মূর্ঠোফোন দিয়ে ভিডিও করায় কাজের মান মোটেই কমে নি!

এমন আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারবো যেখানে মোবাইলের মাধ্যমেই প্রোফেশনাল কাজ করেছি। একটা ভিডিওর জন্য হাতে মোবাইল নিয়ে বিভিন্ন ফিচার ঘেটে দেখাতে হবে। এখন ডিএসএলআর দিয়ে করলে স্ক্রিনটা কালো আসছে, অথবা ফ্লিকার দেখা যাচ্ছে। তখনও ডিএসএলআর ওতো ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারি না। কী করলাম? মোবাইল দিয়ে ভিডিও করে ফেললাম। মোবাইলে একদম সুন্দর আসে। তাছাড়া আরও কিছু স্লো-মোশনও নিয়ে ফেললাম। কারণ, আমার পুরাতন ডিএসএলআরে তখনও ৬০ ফ্রেমের বেশি ফ্রেমে ভিডিও করা যায় না। কিন্তু, মোবাইলে ২৪০ পর্যন্ত যায়! এসব করে ভিডিও বানিয়ে ক্লায়েন্টকে পাঠিয়ে দিলাম। ক্লায়েন্টের মাথায় একবারও আসে নি যে, আমার বানিয়ে দেয়া ভিডিওটা মোবাইলে করা হয়েছে।

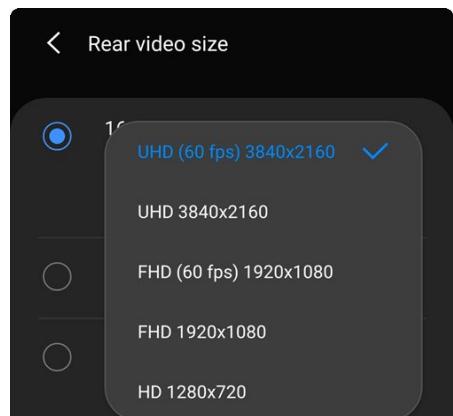
এটাই আসলে সত্যি অনেক ক্ষেত্রে। আপনি যদি বুঝেন যে আপনার ডিভাইস কীভাবে কাজ করে, তাহলে ডিএসএলআর হোক আর মূর্ঠোফোন, আপনি প্রফেশনাল মানের কাজ ঠিকই করতে পারবেন।

ম্যাক্সিমাম অপশন ওপেন করে রাখেন

আপনার ক্যামেরা সেটিং-এ গিয়ে সবচেয়ে ভালো মানের সেটিং অন করে রাখবেন যদি আপনি সিরিয়াস ফটোগ্রাফি করার পরিকল্পনায় থাকেন। ভিডিওর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার।

কিন্তু, এখানে একটাই ব্যাপার আছে। বেশি সাইজের ছবি এবং বিশেষ করে ভিডিও আপনার স্পেস অনেক বেশি খেয়ে ফেলে। তার উপর আপনি যদি 4K 60FPS ভিডিও রেকর্ড করেন, তাহলে সেই ডাইনোসর সাইজের ফাইল এডিট করতেই ধোঁয়া ছুটবে!

আমার যখন পেশাদার ভিডিও করতে হয়, তখন আমি একদম সর্বোচ্চ মানে



ভিডিও করি। আর যখন দ্রুত কোনো কাজ করতে হয়, কিংবা এডিট করার সময় থাকে না, তখন 4K-তে ভিডিও না করে 1080P-তে ভিডিও করে ফেলি।

তাই, আপনাকে বুঝতে হবে কখন কোন কাজের জন্য আপনি কোন ফরম্যাট এবং সাইজের ফাইল তৈরি করবেন।

ওয়াটারমার্ক ব্যবহার করা ছবি

একটা ছবি যে আপনার, সেটা বোঝাতে ছবির এক কোণায় আপনার নাম, সিগনচার কিংবা কপিরাইট লোগো বসিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু, আমাদের দেশে কেবল ওই ওয়াটারমার্ক দিয়ে আপনি আপনার ছবি রক্ষা করতে সক্ষম নাও হতে পারেন। এটা গেল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হল, সব ছবি কপিরাইট করার চেয়ে যেই ছবিগুলো খুবই ভালো এবং বিক্রি করার মত, সেগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিক্রি করার আগে আপলোড না দেয়াটাই নিরাপদ।

ফিল্টার দিয়ে ছবি তোলা

ইদালীং অনেক অ্যাপে সরাসরি ফিল্টার দিয়ে ছবি তোলা যাচ্ছে। ফিল্টার দিয়ে ছবি তুললে ওভাবেই ছবিটা সেইভ হয়। পরে অরিজিনাল ছবিটা লাগলে আর পাওয়া যায় না অনেক সময়। তাই, পারলে ছবি তোলার সময় ফিল্টার দেয়া ছবির পাশাপাশি আসল ছবিটাও যেন আমরা সেইভ করে রাখি।

কারণ বলা যায় না যে কখন কোন ছবি আপনার সেনা ছবি হবে। আমার সবচেয়ে প্রিয় ছবিগুলো কোনো রকমের পরিকল্পনা ছাড়া তোলা। ইন্টাগ্রেমে আমার যেই ছবিটা সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে, সেই ছবিটা মোটরসাইকেলের ব্যাক সিটে বসে তোলা। সিগনালে লাল বাতি ছিল। তুলবো কি



তুলবোনা চিন্তা করতে করতে এক ফাঁকে তুলেই ফেললাম এবং তারপর দেখি অনেক মানুষ কেন জানি (!) পছন্দ করেছে ছবিটা সিগনাল না পড়লে, হেলমেট খুলে উপরে না তাকালে এই ছবি কখনই হতো না। কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। কিন্তু হয়ে গেছে!

ডিজিটাল যুম বনাম অস্টিকাল যুম

একদম সোজা বাংলায়, অস্টিকাল যুমে ছবি ভালো আসে আর ডিজিটাল যুমে ছবির মান একটু কমে যায়। আমাদের মুঠোফোনে অনেক যুম করার অপশন থাকে। ক্যামেরা হয়তো দ্বিগুণ যুম করতে পারে। কিন্তু, মোবাইলে ১০ গুণ পর্যন্ত হয়তো যুম করা যায়। এর মানে হল, দ্বিগুণ যুম করা ছবিটাই মোবাইল তুলে, তারপর ক্রপ করে ৫গুণ কিংবা ১০গুণ যুম স্ক্রিনে দেখায়। এতে ছবির রেজোলিউশন (Resolution) কমে যায়।

লেন্সের উপর সরাসরি সূর্যের আলো পড়তে দিবেন না কখনও



বাইরে যখন আমরা কোন জায়গায় বসি, অনেক সময় মোবাইলটা এমনভাবে থাকে যে সূর্যের আলো সরাসরি এসে অনেকক্ষণ ধরে লেন্সের উপর পড়ে। সরাসরি সূর্যের আলো কিংবা লেজার (Lazer Light) মোবাইল ফোনের লেন্সের সেন্সর নষ্ট করে ফেলতে পারে। সাধারণত একদম নষ্ট না হয়ে গেলেও, কালার অ্যাকুরেসি (Color Accuracy) অনেকটা খারাপ হয়ে যায়। তাই, সরাসরি সূর্যের আলো এবং লেজার লাইট থেকে ক্যামেরা সেন্সর বাচিয়ে রাখতে পারলে, ক্যামেরার পাশটির উপর আপনার ফোন রাখার অভ্যাস করবেন।

মোবাইল ভিডিওগ্রাফি

ডিটেইলস বলাৰ আগে আমি শুৱ কৰি আমাৰ জানা সেৱা মোবাইল ভিডিওগ্রাফি ত্ৰিকটা দিয়ে। ত্ৰিকটা হলো:

‘সম্ভব হলে, ভিডিও কৰাৰ সময় ফোকাস এবং এক্সপোজাৰ লক কৰে রাখবেন।’



একটা ভিডিও মোবাইল দিয়ে কৰা নাকি জানতে হলে একটা জিনিস ধৰলেই হয়, সেটা হচ্ছে মোবাইলৰ ফোকাস এবং বিশেষ কৰে এক্সপোজাৰ আলোৰ সাথে বদলতে থাকে। ব্যাপারটা চোখে ধৰা পড়ে। তাই, ভিডিও কৰাৰ সময় রেকৰ্ড বাটনে ক্লিক কৰে স্ক্রিনে একটা জায়গা অনুযায়ী ফোকাস এবং এক্সপোজাৰ লক কৰে দিলে আপনাৰ ভিডিও মোবাইলে না ডিএসএলআৱে কৰা - সেটা বোৰা কৰ্তৃন হয়ে যায় অনেক! টোটকা শেষ, এবাৰ আসি মূল টপিকে!

আমি অনেক প্ৰোফেশনাল কাজ আমাৰ মোবাইল দিয়ে কৱেছি। বেস্টসেলিং বইয়েৰ কভাৱ থেকে শুৱ কৰতে অনলাইন বিজ্ঞাপনেও মোবাইলে তোলা ছবি এবং ভিডিও ব্যবহাৰ কৱেছি। আৱ মজাৰ বিষয় হল, ছবি কিংবা ভিডিওগুলো যে মোবাইলে কৰা - সেটা কেউ সন্দেহহই কৰে নি!

তাই, ডিএসএলআৱ না থাকলেও, কীভাৱে মোবাইল ফোন দিয়ে ধামাকা কিছু কাজ কৰা যায়, সেটাৰ কিছু হ্যাকস শেয়াৰ কৱেছি।

সুখ ভিডিও কৰাৰ কৌশল

এটা কমন সেন্স যে ট্রাইপড কিংবা গিম্বল (Gimbal/Stabilizer) দিয়ে ভিডিও করলে আপনার ভিডিও অনেক স্মৃথি আসে। কিন্তু, থালি হাত দিয়ে যদি স্মৃথি ভিডিও করতে চাই তাহলে খুবই সিম্পল একটা হ্যাক আছে: স্লো মোশন (Slowmotion)। ডিজিটাল যুগ এখন অনেক ক্যামেরায় ৩০, ৬০, ১২০, ২৪০ এমনকি ৬৫০ ফ্রেম/সেকেন্ড গতিতে ভিডিও করার সুযোগ আছে। স্লো মোশনে ভিডিও করলে আপনার ভিডিও এমনিই অনেক স্মৃথি লাগবে!

তাই শুধুমাত্র হাত দিয়ে একদম স্মৃথি ভিডিও করার টেকনিক হল বেশি ফ্রেম রেটে (Higher FPS/Frame Per Second) ভিডিও করা।

সতর্কতা: আপনি যদি বাসার ভেতরে সাধারণ লাইটের আলোতে ৬০/১২০/২৪০ এর মত বেশি ফ্রেম রেটে ভিডিও করছেন, তাহলে আপনার ভিডিওতে কালো কালো দাগ থাকবে যেটাকে অনেকে ফ্লিকারিং (Flickering) বলে। এর একদম সহজ সমাধান হচ্ছে সূর্যের আলোতে ভিডিও করা। তাহলে লাইট কখনই ‘পুক-পাক’ করবে না। আর বাসার ভেতরে করতে হলে এমন লাইট ব্যবহার করতে হবে যেগুলোর ক্রিকুয়েন্সি ভিডিও ফ্রেম রেটের চেয়ে বেশি।

UHD (60 fps) 3840x2160 ✓

UHD 3840x2160

FHD (60 fps) 1920x1080

FHD 1920x1080

HD 1280x720

আরেকটা জিনিস, বেশি ফ্রেম রেটে কাজ করলে কিন্তু ভিডিওতে আলো কমে যায়। তাই, উজ্জ্বল জায়গায়, বিশেষ করে সূর্যের আলোতে পারলে হাই ফ্রেম রেটের ভিডিওগুলো করবেন।

ভিডিওর সাউন্ড

মোবাইলে দিন দিন ফোন করা ছাড়া অন্য সব কাজে আমরা বেশি সময় দেই। ফোন করার চেয়ে হয়তো ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার করি কিংবা ছবি বেশি তুলি। এই করতে করতে আমরা অনেকে ভুলেই যাই যে মোবাইলের সাউন্ড রেকর্ডার অনেক ভালো। কারণ, মোবাইলের প্রথম উদ্দেশ্য তো ছিল কথা বলাই! তাই মোবাইল আপনার ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো আসে। আপনি যদি মোবাইল হাতে নিয়ে ভিডিও করেন, ব্লগ করেন; তাহলে আপনার মোবাইলের সাউন্ড অনেক ভালো আসে।

কিন্তু, আপনি যদি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভিডিও করেন, তাহলে কিছু অডিও সরঞ্জাম হলে অনেক ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড পাবেন।

প্রথমেই আসে ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন। তারসহ এমন মাইক্রোফোনগুলো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ভিডিও করার জন্য বেশ ভালো। এক তারে দুটো মাইক্রোফোন আছে, এমনও ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন পাওয়া যায়। অনেক সময় ক্যামেরার মাইক্রোফোনগুলো মোবাইলে কাজ করে না সরাসরি। এক্ষেত্রে স্পিল্টার দরকার হয়, যেগুলোতে প্লাগ করলে মাইক্রোফোন কাজ করে। এর বাইরে এমন অনেক মাইক্রোফোন আছে যেগুলো তারবিহীন (Wireless)। কনভার্টার দিয়ে ভালো মানের ইউএসবি মাইক্রোফোনও লাগানো যায়। আমি এভাবে মোবাইলের ভয়েস রেকর্ডার দিয়ে প্রফেশনাল কাজের জন্যও কর্তৃ দিয়েছি। কেয়ালিটিতে কোন সমস্যা হয় নি!



ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন
(Lavalier Microphone)



হেডফোন জ্যাক স্পিল্টার
(Headphone Jack Splitter)



ওয়্যারলেস বুট্টথ মাইক্রোফোন
(Wireless Bluetooth Microphone)

মোবাইল ফটোগ্রাফি গিয়ারস



এগুলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। দাম ৫০ টাকারও কম। এগুলো প্রাথমিক কাজ করে কিন্তু বড় ফোন কিংবা কভারসহ ফোন ঠিকমত রাখতে পারে না অনেক সময়। আর সময়ের সাথে রাবার ক্ষয়ে গেলে অনেক সময় ফোন পিছলে পড়ে ভেঙ্গে রাবার সন্তানাও থাকে।



এই হোল্ডারটা একটু নিরাপদ কারণ উপর আর নিচে অতিরিক্ত রাবার আছে ফোন ধরে রাখার জন্য। এটা বেশ নিরাপদ এবং সহজে খুব দুট ব্যবহার করা যায়।



এই হোল্ডারটা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ কারণ উপর আর নিচে অতিরিক্ত রাবার আছেই, সাথে সক্রু দিয়ে একদম সঠিকভাবে টাইট করে ফোন ধরে রাখা যায়। দাম ২০০ টাকার মত। সক্রু টাইট করে রাখতে হয়তবা ১০ সেকেন্ড বেশি লাগবে, কিন্তু এটা সবথেকে বেশি নিরাপদ।

একটু চালাকি করলে মোবাইল আর দুই হাত দিয়েই মনের ইচ্ছা মত ছবি তোলা যায়। তবুও, কাজের সুবিধার জন্য কিছু গিয়ারস থাকলে বাড়তি সুবিধা।



মিনি স্ট্যান্ড গুলো একটা বইয়ের সমান এবং টেবিলে কিংবা মাটিতে রাখার জন্য সুবিধা। দাম ১০০টাকার মত এবং কম দামি কিংবা বেশি দামিও পাওয়া যায় যেগুলো গঠনের মানের উপর নির্ভর করে।

তাছাড়া আরও বড় চাইলে অনেকগুলো অপশন আছে। যারা ব্যাগে বহন করতে চান, তাদের জন্য ১ফুট সাইজের ট্রাইপডগুলো বেশ সুবিধাজনক। এগুলোর দাম ২০০-৩০০টাকার মধ্যে। সম্পূর্ণ লম্বা করলে প্রায় ৩ ফুটের কাছাকাছি হয়। এর চেয়ে আরও বড়গুলো ৪ ফিটের মত এবং সাধারণত মোবাইলের চেয়ে ভারি ডিএসএলআর ক্যামেরার জন্য ব্যবহৃত হয়। বড়গুলোর দাম ১,৫০০ টাকার আশপাশে।



মোবাইলের লেন্সের উপর আলাদা লাগানো যায় এমন অনেক লেন্স এখন পাওয়া যায়। এগুলো নিয়ে এক্সপ্রিমেন্ট করা বেশ মজার। কিন্তু, এগুলো কেনার আগে কিছু জিনিস জেনে রাখা দরকার।



কেনার আগেই মোবাইলে লাগিয়ে দেখবেন যে আপনার ফোনের জন্য ফিট কিনা।



কমদামী লেন্স লাগালে ছবির মান খারাপ আসবেই। বিভিন্ন মজার কম্পিশন আর লেন্স নিয়ে শেখার জন্য এগুলো খুবই দারণ হলেই ছবির মানে কিন্তু আপস করতে হতে পারে।



এখন অনেক ফোনে টেলিফটো লেন্স, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দেয়াই থাকে। তাই বাড়তি লেন্স কেনার দরকার পড়ে না। দিন দিন সব ভালো ফোনেই আসতে আসতে টেলিফটো লেন্স আর ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দেয়া আছে। তাই আপনি চাইলে ম্যাক্রো লেন্স, যেগুলো খুব ছোট ছোট জিনিসেরও ছবি তুলতে পারে, সেগুলো কিনতে পারেন।





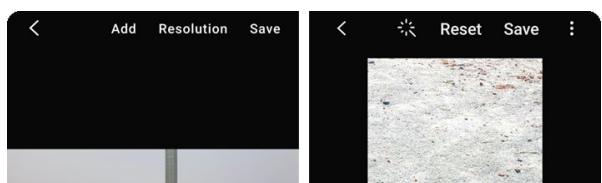
আরেকটা জিনিস এখন বেশ চলছে, সেটা হল মোবাইল গিল্বেল (Gimbal/Stabilizer)। এগুলো আপনার হাঁটার সময়ও ফোনকে একদম স্থুত রাখে। এগুলো খুবই ভালো ফলাফল দেয়। তবে, দিনকে দিন মোবাইলের বিল্ট-ইন স্টেবিলাইজেশন (Stabilization) যেভাবে ভালো হচ্ছে, একদম হাতে নিয়ে ভিডিও করলেও ভিডিও কোয়ালিটি অনেক ভালো থাকে।

আর দিনশেষে ক্রিয়েটিভ কাজের জন্য গিয়ারের চেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি। এমন অনেক বড় বড় ইউটিউবার আছেন যারা কেবল হাতে ধরে মোবাইলে রেকর্ড করেই অনেক মানুষের মন জয় করে ফেলেছেন। ধীরে ধীরে কাজ শুরু করুন। একটা দুটো করে কাজ করতে করতে এক সময় সব গিয়ারই আপনার সাধ্যের মধ্যে চলে আসবে আশা করি।

ফটো এডিটিং:

এডিটিং অনেকটা মেকআপের মত। বেশি দিলে নকল মনে হয়, কম হয়ে গেলে কম কম লাগে। এডিটিং তাই এমন হওয়া উচিত যেন, ছবির সৌন্দর্যটাই আরও ভালো মত ফুটে উঠে। এডিট করে পুরো ছবি বদলে ফেললে সেটা আর এডিট থাকে না, হয়ে যায় ফটো ম্যানিপুলেশন (Photo Manipulation), সেটা আরেক ধরণের আর্ট।

আপনি যদি ছবি এডিট করতে চান, তাহলে



আপনার মোবাইলের ক্যামেরা অ্যাপেই অনেক এডিট অপশন পেয়ে যাবেন। ফোনের অ্যাপ ছাড়াও আপনি যদি অন্য ছবি এডিটিং, ভিডিও এডিটিং কিংবা স্ক্রিন রেকর্ডিং-এর জন্য ফোনের বিল্ট-ইন অ্যাপ ছাড়া অন্য অ্যাপ ব্যবহার করতে চান, তাহলে তার একটা তালিকা নিচে দিয়ে রাখলাম।

ফটো এডিটিং করার সেরা অ্যাপস

- 1.Snapseed
2. Google Photos
- 3.Lightroom
- 4.Photoshop
- 5.VSCO
6. Instagram

ফটো এডিটিং করার সেরা অ্যাপস

- 1.Inshot
- 2.FilmoraGo
- 3.Premiere Clip

ফোনের স্ক্রিন রেকর্ড করার অ্যাপ

A-Z Screen Recorder



এখানে একটা ব্যাপার একদম পরিষ্কার করে রাখি যে, আমি যখন বই লিখছি তখন হয়তোবা সফটওয়্যার এবং অ্যাপগুলো অনেক ভালো চলছে এবং ক্রি। সময়ের সাথে সাথে হয়তোবা অনেক অ্যাপ পেইড ভার্শনে চলে যাবে, কিংবা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমার পক্ষে যেহেতু বিক্রিত সব বই, বাসায় গিয়ে গিয়ে আপডেট করা সম্ভব হবে

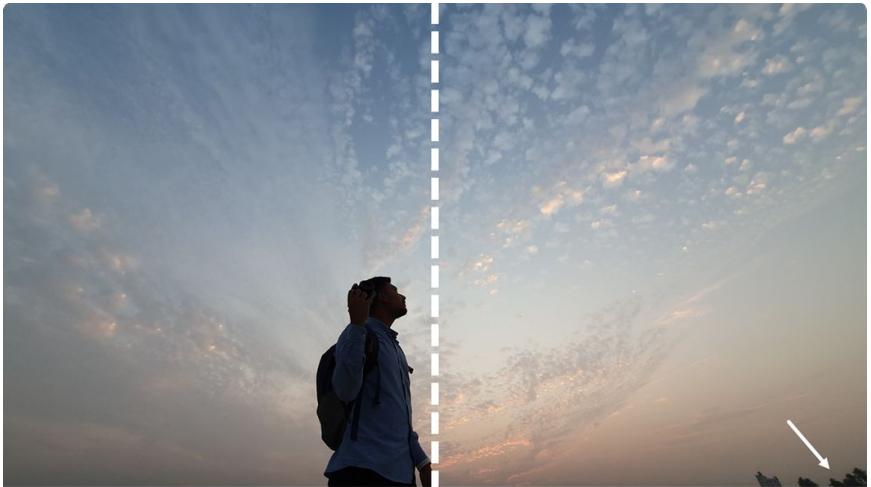
না, তাই ব্যাকডেটেড কোন তথ্য থাকলে মাফ করে দিবেন। প্রযুক্তির সাথে তাল
মিলিয়ে প্রিন্ট মিডিয়াতে কাজ করা একটু কঠিনই বটে!

এখন চলেন কিছু এডিট দেখে নেই। এডিটিং আসলে নির্ভর করে আপনি কীভাবে
একটি ছবিকে উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন সেটার উপর।



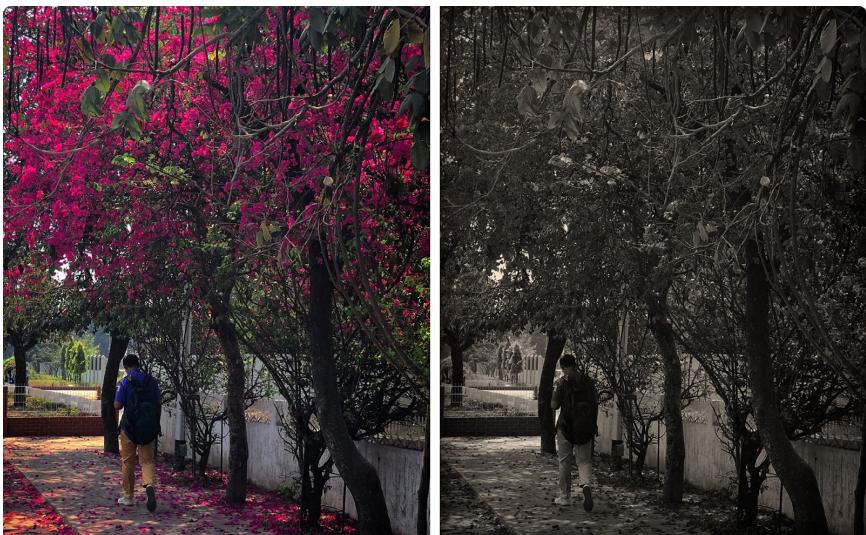
উপরের ছবিতে আপনি উপস্থাপন করতে চেয়েছি যে আমরা শহর এবং নগর দিয়ে
কীভাবে নিজেদের জীবনকেই বিপদে ফেলে দিয়েছি পরিবেশ দূষণ দিয়ে। তাই, ছবির
আগন্তের অংশটা আরও অনেক ব্রাহ্মণ করে দিয়েছি। পেছনের আকাশটা একটু টক্সিক
(Toxic) দেখানোর জন্য বেগুনী করে রেখেছি। আর মানুষটাকে অঙ্ককার দিয়ে
আশংকাজনক খিমে উপস্থাপন করেছি।

প্রথম উদাহরণটা ছিল একটু থিম্যাটিক ছবি এডিট করার জন্য। এবার একটু
প্র্যাক্টিকাল একটা উদাহরণ দেই।



এই উদাহরণে কিছু ফটোগ্রাফি বেসিকস নিয়ে আলোচনা করবো যে কীভাবে সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে হয়। যেমনঃ প্রথমেই খেয়াল করলে দেখবেন ছবির সাবজেক্ট ক্রেমের মাঝখালে নেই। তাই, ক্রপ করে মাঝখালে আলাম। র (RAW) ইমেজ হওয়ায় আকাশের অনেক ডিটেইল এডিট করে ফুটিয়ে তোলা গেছে। খেয়াল করলে দেখবেন যে ছবিটা নিচের অ্যাসেল থেকে তোলা যেন ব্যাকগ্রাউন্ডে আকাশ দেখা যায়। আর মনে হচ্ছে আকশ্টা সাবজেক্টকে কেন্দ্র করে উপরে উড়ে যাচ্ছে। ক্রেমের একদম নিচে ডানে কিছু অ্যাচিত গাছ চালে এসেছে যেটা বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। চারপাশে একটা ভিনইয়েট দিয়ে মাঝখালের অংশকে আরও বেশি ফোকাস করা হয়েছে। ব্যাস! এডিট শেষ!

আপনার কী মনে হয়? আপনি হলে কীভাবে এডিট করতেন? একই ছবি একেকজন একেক ভাবে এডিট করতে পার। নিচের ছবিটা আপনি এডিট করে বসন্তের আগমন বানাতে পারেন, আবার একই ছবি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে বিষণ্ণ বানিয়ে ফেলতে পারেন।



সঠিক এডিত বলতে কিছু নেই। নির্ভর করে আপনার উদ্দেশ্য কী প্রকাশ করা - সেটা!

ফটো এডিটিং হ্যাক

আমরা ছবিয়ে এডিটিং-এর কিছু বেসিক ফিচার জানবো। তার আগে এমন একটা ট্রিক শিখিয়ে দেই, যেটার মাধ্যমে আপনি না জানলেও, একদম নিজে থেকে সব তিনিস বুঝে ফেলতে পারবেন। ট্রিকটা হল:

‘যখন আপনি এডিট করছেন কোন ফিচার দিয়ে, সেটাকে একদম বাড়িয়ে ম্যাক্র লেভেলে এবং একদম কমিয়ে মিনিমাম লেভেলে নিয়ে ছবির পরিবর্তনগুলো খেয়াল করুন। তাহলে আপনি নিজে থেকেই বুঝে যাবেন ওই ফিচারটি কি করে।’

এই একটা ট্রিক দিয়েই আপনি প্রায় সব এডিটিং ফিচার বুঝে যাবেন। তবুও, একদম বেসিক ৫টি ফিচারের কথা বইতে না বললেই নয়।

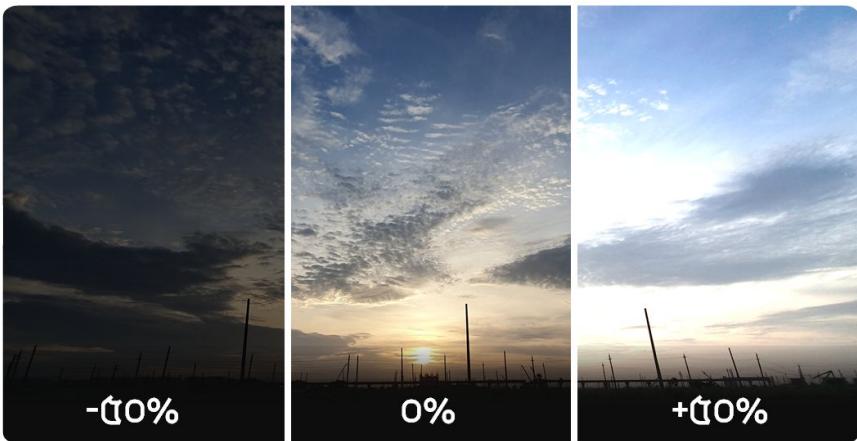
ছবির স্যাচুরেশন

ছবির রঙগুলো তত বেশি উজ্জ্বল লাগবে, আপনি যত বেশি স্যাচুরেশন দিবেন।
স্যাচুরেশন একদম কমিয়ে দিলে ছবির রঙগুলো চলে যাবে, অর্থাৎ ঝ্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে যাবে।



ছবির উজ্জ্বলতা/ব্রাইটনেস

ছবির ব্রাইটনেস যত বাড়াবেন, ছবি তত বেশি উজ্জ্বল হবে। খেয়াল রাখবেন যে ব্রাইটনেস বাড়াতে গিয়ে ছবির কোন অংশ সাদা হয়ে একদম পুড়ে যাচ্ছে কিনা।
ব্রাইটনেস কমালে অনেক সময় ছবির অনেক ডিটেইল বের হয়ে আসে, কিন্তু খেয়াল রাখবেন ছবি যেন বেশি অঙ্ককার হয়ে না যায়।



ছবি কন্ট্রাস্ট

ছবির একেকটা অংশের মধ্যে যদি আলাদা করার মত ব্যাপার বেশি থাকে তাহলে কন্ট্রাস্ট বেশি। আর সব কালার, এলিমেন্ট মিলেমিশে যদি আলাদা করে বোঝা না যায়, তাহলে একদম সাধারণভাবে বললে কন্ট্রাস্ট কম।



ভিনইয়েট

ছবির চারপাশে একটা কালো কালো ইফেক্টকে ভিনইয়েট বলে। এটা ছবির কেন্দ্রে কোন অংশে দর্শককে ফোকাস করতে সাহায্য করে।



HDR ছবি

একই ছবিতে একই সাথে
খুবই আলোকিত এবং
খুবই অন্ধকার জায়গা
থাকলে HDR মোড অন
করে ছবি তুললে ভালো
ফলাফল পাওয়া যায়।
সাধারণত সব সেন্সরের
ডাইনামিক রেঞ্জ এতো
বেশি থাকে না, যে
সবথেকে উজ্জ্বল অংশ
থেকে শুরু করে সবথেকে
অন্ধকার অংশ পর্যন্ত
ক্যাপচার করতে পারে
একটা ফ্রেম। তখন
HDR ব্যবহার করে
একাধিক ফ্রেম মিলিয়ে
সম্পূর্ণ ডাইনামিক
রেঞ্জের ছবিটা পাওয়া যায়।

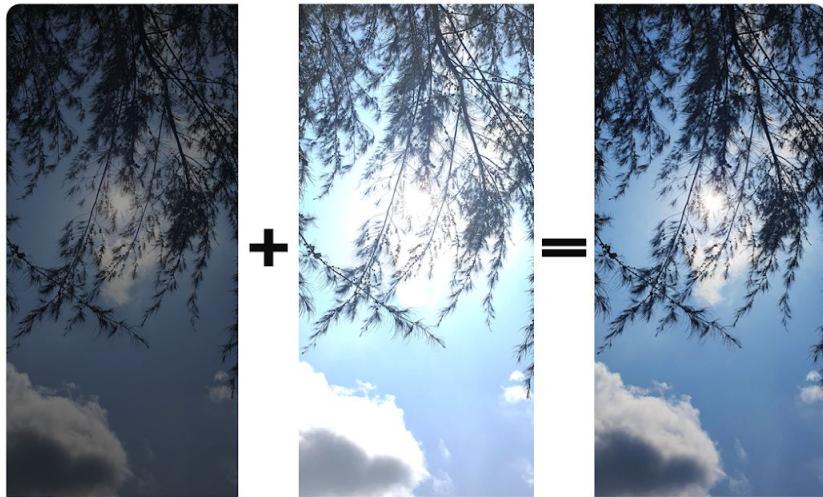
< HDR (rich tone)

On

Make your pictures pop by capturing more detail in the bright and dark areas of your shots.

Apply when needed

Always apply



ମୁଣ୍ଡର କାରେତ ଆକାଶର ଛବି ତୁଳାହେତ । ପ୍ରଥମ ଆକାଶର ଦିକେ ଫୋକାଜ କରାଲ ପୁରୋ ଛବି କାଳୋ ହୟ ଯାଏଛ । ଆବାର କାହେର ଗାଛର ଦିକେ ଫୋକାଜ କରାହେତ ତୋ ପୁରୋ ଛବି ଜାଦା ହୟ ପୁଣ୍ଡ ଯାଏଛ । ପ୍ରମତ୍ତ ଅବସ୍ଥାଯ HDR (High Dynamic Range) ମୋଡ ବୁଝାର କରାଵେ । ଏହି ମୋଡ ଆପନତାକେ ଅନ୍ଧକାର ଛବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ପୁଣ୍ଡ ଯାଓଯା ଛବି ମିଲିଯେ ପ୍ରମତ୍ତ ପ୍ରକଟୀ ଛବି ଦିବେ ଯେତୋତେ ଜୀବକିଛୁର ଡିଟେଇଲ ଥାକାଵେ ।

ଜାଦା ହୟ ପୁଣ୍ଡ ଯାଓଯା
ଛବିର କାଳାର ରେଙ୍ଗ

ଅନ୍ଧକାର ହୟ କାଳୋ ହୟ
ଯାଓଯା ଛବିର କାଳାର ରେଙ୍ଗ

ଦୁଇ ଛବି ମିଶିଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳାର ରେଙ୍ଗର HDR ଛବି ।

ফটোগ্রাফির কুচি কীভাবে ভালো করবো?

চাখ বন্ধ করে সবচেয়ে ভালো ফটোগ্রাফি বিষয়ক ইউটিউব চ্যানেল
জাবস্কাইব করুন এবং ফেজবুক পেজগুলো ফলো দিয়ে রাখুন।

Fstoppers



The Art of Photography



The Cooperative of Photography



Peter McKinnon



Kai W



Chase Jarvis



Thomas Heaton



DigitalRev TV



Jared Polin



The Slanted Lens



Pixel Village



Every Frame a Painting



Film Riot



Potato Jet

এই রই পড়ে কিংবা কোনো কোর্স করে আপনি ফটোগ্রাফির বেসিন
জাততে প্রারম্ভ করেন। কিন্তু, জেটাকে শিল্পের পর্যায়ে তিয়ে যাওয়া, ছবির
মাধ্যমে গল্প বলতে শেখা প্রথম কুচি শিল্পীল ফটোগ্রাফি শেখার ইচ্ছা
থাকলে আপনাকে অনেক অনুশীলন করতে হবে প্রথম মাত্রাক্ষেত্র
কাটেকে দখাতে হবে। প্রটো খালি ফটোগ্রাফি তয়, যে কোন
সৃজনশীল কাজ শেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পাসপোর্ট ছবিগুলো সব সময় এতো বাজে হয় কেন?

আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ছবিগুলো কত দারুণ হয়। কিন্তু, কাউকে গিয়ে বলেন যে তার পাসপোর্ট কিংবা এনআইডি কার্ডের ছবিটা আপলোড দিতে, দেখেন কি একটা অবস্থা হয়!

কিন্তু কেন? কেন আমাদের পাসপোর্ট কিংবা এনআইডি কার্ডের ছবিগুলো আমাদের চেহারার সবচেয়ে বাজে ছবি হয়?

প্রথমত, একটা ছোট জায়গায় একদম পারলে দেয়ালের সাথে লাগিয়ে হঠাত ছবি তুলে ফেলা হয়। তাই উদ্বৃত্ত এক্সপ্রেশন আসে।

দ্বিতীয়ত, জায়গার অভাবে বেশি দূর থেকে ক্যামেরা বসিয়ে মুখের স্ল্যাট ছবি তোলা যায় না। তাই, দেখতে অতটা ভালো লাগে না।

তৃতীয়ত, একদম অচেনা একটা জায়গায় অচেনা একজন মানুষ আপনার ছবি তুলছে। দশ বছরের চেলা দোষ্টের সামনেই ক্যান্ডিড তুলতে গিয়ে আমাদের ঝামেলা হয়ে যায়, আর সেখানে অচেনা মানুষ হলে তো কথাই নেই!

চতুর্থত, কড়া স্ল্যাশ। একদম মুখের উপর স্ল্যাশ দিয়ে ছবি তুললে সেটা যে কখনই ভালো আসে না, সেটা আমরা সবাই-ই জানি।

পঞ্চম, ব্যাকগ্রাউন্ড। এখানে আসলে বলার কিছু নেই। কাজের ডকুমেন্টে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখবেনটাও বা কি? রয়েল বেঙ্গল টাইগার?

এত কিছু আসলে অভিযোগ করে বলছি না। যারা এসব অফিসে কাজ করেন, তাদের ছবি তোলার জন্য কোনো দোষ নেই। কোটি মানুষের কাজ করতে গেলে সুন্দর ছবি তোলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এমন ছবি তোলা যেটা দেখলে আমাকে, আপনাকে চেনা যায়।

আসলে এই চ্যাপ্টারটার নাম হওয়া উচিত ছিল, ছবি তোলার সময় কোন ভুলগুলো করবো না। যেহেতু অফিসিয়াল ডকুমেন্ট বানাতে আমাদের সবারই একটু না একটু কমন অভিজ্ঞতা আছে, সেখান থেকেই বললাম আরকি!

সেরা ছবি দেখতে দেখতে আস্থানমন্তায় ভুগি

আমি একদিন বিখ্যাত শিল্পী কিম যান গি (Kim Jung Gi) এর একটা সাক্ষাৎকার দেখছিলাম। তাকে প্রশ্ন করা হল যে, ‘আপনি কখন আপনার শিল্পকর্ম নিয়ে আস্থাবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন?’

তিনি বললেন যে, এখনকার অনলাইনের যুগে তিনি প্রায়ই নতুনদের কাছ থেকে এমন সব ছবি দেখেন যেগুলো তাকেই ভাবিয়ে তুলে নিজের যোগ্যতা নিয়ে। চিন্তা করেন! একজন মাস্টার লেভেলের শিল্পী মানুষ তিনি, কিন্তু অনলাইনে অন্যদের কাজ দেখে এতো কিছুর পরও একটু হীনমন্যতায় ভুগেন। সেখানে আমরা কি!

এখান থেকে আসলে আমাদের একটা সত্য অনুধাবন করার ব্যাপার আছে। ইদানীং কোন কাজ শেখা শুরু করলেন মনে করেন। ধরেন পেইন্টিং কিংবা ফটোগ্রাফি। আপনি হয়তোৱা নিজে কেবল শিখছেন। কিন্তু, অনলাইনে ফেসবুক, ইউটিউবে আপনার সামনে ৫/১০/২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষগুলোর কাজ উঠে আসছে। কাজগুলোর উন্নত কোয়ালিটি আপনাকে আপনার নিজের কাজ সম্পর্কে দ্বিধায় ফেলে দেয়। মনে মনে চলতে থাকে, ‘আমার পক্ষে কি এতো সুন্দর কিছু তৈরি করা কথনহই সম্ভব?’

এসব চিন্তা যখন মাথায় ভর করবে, তখন নিজেকে রবিন শর্মার একটা মথা মনে করিয়ে দিবেন: “**Every master was once a beginner**”

সব মাস্টারই এক সময় হাটিহাটি পাপা করে তাঁদের শিল্প শেখা শুরু করেছিলেন। তাঁরা শুরু থেকে তাঁদের কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং-মার্কা ছবি ফেসবুক, ইন্টাগ্রামে দিতে থাকলে হয়তোৱা ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে সহজ হতো!

ছবি তোলার পর যদি ক্যাপশন দিয়ে ছবি বোঝাতে হয়, তাহলে হয়তো ছবির মাধ্যমে আপনি নিজেকে খুব একটা পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে পারেন নি

পারলে কখনও ক্লায়েন্টের সামনে বসে এডিট করবেন না

যদি না আপনার ক্লায়েন্ট খুবই ভালো হয়, জীবনেও ক্লায়েন্টের সামনে বসে আপনার কাজ করবেন না। একদম জীবন থেকে নেয়া কয়েকটি শিক্ষা শেয়ার করি, চাইলে নিতে পারেন অথবা ইঞ্জোর করতে পারেন:

১। আপনি ফটোগ্রাফি এবং এডিট জানেন। এবং আপনার ক্লায়েন্ট জানেনা (নো অফেন্স টু ক্লায়েন্ট)। মূলত এই কারণেই আপনি ফটোগ্রাফি এবং এডিট করছেন এবং ক্লায়েন্ট আপনাকে টাকা দিচ্ছে। ক্লায়েন্টের সামনে এডিট করলে ক্লায়েন্ট তাঁর ইচ্ছামত ফিডব্যাক দিতে থাকবে। ক্লায়েন্ট হয়তোৱা পুরো আইডিয়াটা জানেও না। আপনি

করছেন মাস্টারপিস, আৱ উনি লেগে আছেন ‘চেহারাটা আৱেকটা সাদা কৱেন’ নিয়ে। নন-এক্সপার্ট যখন এক্সপার্টকে গাইড কৱে, তখন নন-এক্সপার্টের অদূরদশীভীতা খুবই নিখুঁতভাবে এক্সপার্ট তুলে ধৰেন; অৰ্থাৎ পুৱো কাজটাই খারাপ হয়!

২। পেশাগত কাজ কৱতে কৱতে আপনি অনেক দ্রুত ভালো কাজ কৱা শিখে ফেলবেন। আগে যে কাজ কৱতে ৪ ঘণ্টা লাগতো, সেটা প্ৰফেশনাল লেভেলে আপনি ৫ মিনিটে কৱে ফেলতে পাৱেন। এখন এতো দ্রুত কাজ শেষ কৱে ফেলতে দেখলে অনেকেৱ মনে হতে পাৱে, ‘এই ছোট্ট একটা কাজেৱ জন্য আমি ৫০ হজাৱ টাকা দিচ্ছি?’ এক্ষেত্ৰে পিকাসোৱ একটা গল্প আছে। একবাৱ তিনি এক রেস্তোৱান্য গিয়েছেন। কি এক ঘটনায় তিনি কয়েকটা আঁচড় দিয়ে একটা ছবি আঁকলেন। একজন যখন সেটা নিতে চাইলেন, পিকাসো চড়া একটা দাম হাঁকলেন। ক্ৰেতা অবাক হয়ে বললো, ‘কয়েক মিনিটেৱ এই ছবিৱ জন্য এতো টাকা কেন দেব?’। তখন পিকাসো বললেন, ‘এটা এঁকেছি কয়েক মিনিটে, কিন্তু কয়েক মিনিটে আঁকতে সক্ষম হওয়াৱ জন্য যে এতো বছৰ অনুশীলন কৱেছি, আপনি সেটাৱ জন্য পে কৱছেন।’

কিন্তু, এমন না যে ক্লায়েন্ট সবসময় খারাপ। অনেক সময় অভিজ্ঞ এজেন্সিৰ সাথে কাজ কৱলে দেখবেন তাৱা ব্র্যান্ডিং এবং অভাৱল থিম নিয়ে খুব ভালো ফিডব্যাক দিচ্ছে। এতে কাজেৱ মানও অনেক ভালো হয়। মূলকথা হল, সিৱৰ সম্পর্কে কম জানে এমন ক্লায়েন্টেৱ সামনে এডিট কৱতে বসলে বিপদ হতে পাৱে, এই আৱকি!

আমাৱ জন্য ফটোগ্রাফি কী?

আমাৱ জন্য দুটি কাৱণে ফটোগ্রাফি গুৱচ্ছপূৰ্ণ।

প্ৰথমত, ফটোগ্রাফি আমাকে আৱও অনেক বেশি পৰ্যবেক্ষণশীল কৱেছি। এখন গাছেৱ একটি কোণায় লুকিয়ে থাকা পথি, কিংবা শীতেৱ দিনে গাছেৱ ফাঁকে ফাঁকে কোমল আলোৱ খেলা - এসব আৱও ভালোভাবে নজৰে পৱে। ফটোগ্রাফি আমাৱ জন্য নতুনভাবে পৃথিবীকে দেখাৱ অনুশীলন।

দ্বিতীয়ত, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাগুলোকে প্রকাশ করার দারুণ একটা মাধ্যম হচ্ছে ফটোগ্রাফি। আমার আইডিয়াগুলো আমি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করতে পছন্দ করি। লেখার মাধ্যমে, গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে, ভিডিওর মাধ্যমে। এসবের মাঝে ফটোগ্রাফি দিয়ে আল্পপ্রকাশ করাটা অনেক সহজ এবং কার্যকরী। তাই, সেলফ এক্সপ্রেশনের জন্যও আমি ফটোগ্রাফি করি।

এই গেল হল, ফটোগ্রাফি কেন করি। বাকি থাকে ফটোগ্রাফি কী? আপনার নিজস্ব কোনো মতামত থাকলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। বইয়ের প্রথম ফ্ল্যাপে আমাকে যোগাযোগের তথ্য দিয়ে রেখেছি। এখন আসি শেষ প্রশ্নে।

আমার জন্য ফটোগ্রাফি হল, ‘সত্যকে দেখার প্রক্রিয়া’।

আমরা তাকিয়ে থাকি সবসময়, কিন্তু দেখি খুব কম। যা দেখি তা, অনেক সময় নিজের মত করে ব্যাখ্যা করি। আমার কাছে ফটোগ্রাফি মানে হচ্ছে সত্যকে দেখার প্রক্রিয়া। প্রথমে, আমরা লেন্স দিয়ে পৃথিবী দেখি। পৃথিবীর বিভিন্ন ছবি তুলি। তারপর ধীরে ধীরে আমরা ছবির মধ্যে আমাদের মনের না বলা গল্পগুলো দেখি। একদম শেষে লেন্সের এপার-ওপার মিলেমিশে যায়। না থাকে আমার নিজের মনে বানানো গল্প, আর না থাকে আমার নিজের দ্বারা আরোপিত ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা। স্থিরচিত্রে আটকে যায় মহাকালের এক ক্ষণ। সেটাই আমার জন্য সত্য, সেটাই আমার জন্য ফটোগ্রাফি।



ଆଶା କରି ଜୀବନର ସେବା
ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଲୋ ଯେତ ଶୁଦ୍ଧମାନ୍ଦ ଫ୍ରେମ୍
'ବଳି' ତା ଥେବେ ଆପନାର ପୁରୋ
ଜୀବନ ଛଡିଯେ ପଞ୍ଚକ।

ଆଜଜାଲାମ୍ବ ଆଲାଇକୁମ

Search

SORT BY

- = শুধুমাত্র মোবাইল ফোন দিয়ে ঘরে বসে ফোটোয়ে সম্পূর্ণ চিউড়িও চানানো যায়? Mobile Photography & Videomaking | Sadman Sadik
- = ফটোগ্রাফি ও ভিডিওজ জন্য Basic Lighting Setup | Mobile Photography & Videography | Sadman Sadik
- = Photo & Video Editing Apps | Edit করার জন্য ফোন App ওলা কাজে নিবে? | Sadman Sadik
- = সবচেয়ে High Quality Photo ফোটোয়ে Save করবে? RAW Format-এ ছান কেম তুলবো? | Mobile Photography Hacks | Sadman Sadik
- = মোবাইল ফটোগ্রাফি | মাইটফোন দিয়ে ফটোগ্রাফি করার ট্রিকস। | সাময়িক সামৃদ্ধি | Mobile Photography Hacks | Sadman Sadik
- = এই নিয়ে ভিডিও | আমি যেভাবে বানাই | How To Make Book Review at Home | Sadman Sadik
- = Basic Photo Editing Features | ফটো এডিটিং বেসিক কসেপ্ট বেগুনো সব App এবং Software -এ কাজে নিবে | Sadman Sadik
- = Entire Photo Editing Process | ফটো এডিট করে ফোটোয়ে আকাশের Detail ফুর্তির তুলবো? | Mobile Photography | Sadman Sadik

মোবাইল ফটোগ্রাফির কতস্তীগুলো আরও উদাহরণসহ ভালোভাবে বুঝতে ও শিখতে চাইলে Sadman Sadik ZouTube Channel এর Mobile Photography & Videography Playlist-টী দখতে পারেন।

ফ্লিপক্ষেত্র লিংকঃ

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3J1N6NlmXWxMFdaeAXXjCtN-Pj19lSo>

